গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ১০ সংখ্যা ২১ - ২৭ অক্টোবর, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধে জেহাদ, গণবিক্ষোভে নতুন মাত্রা

আমেরিকা থেকে ইউরোপ সর্বত্র, প্রায় প্রতিদিন গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। আমেরিকার নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন থেকে কানাডার টরেন্টো হয়ে এথেন্স, লন্ডন, মাদ্রিদ, সান্তিয়াগো থেকে টোকিও, ওদিকে পূর্ব ইউরোপের বসনিয়া, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি — সর্বত্র আজ বিক্ষোভের ঢেউ। আরব দুনিয়ায় ওঠা আন্দোলনের প্রবাহ এমনকী খোদ ইজরায়েলের বুকেও আলোড়ন তুলেছে। বিশ্বের কোন দেশের কোন শহরে শিক্ষা স্বাস্থ্য চাকরির দাবিতে কত যে বিক্ষোভ প্রতিদিন ফেটে পড়ছে, তার হদিশ পাওয়াই মুশকিল। বোঝা যায়, সমগ্র বিশ্ব আজ পরিবর্তন চাইছে। পুঁজিবাদী শোষণ নিপীড়নের জ্বালা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন অত্যাচারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য আকুল হয়ে উঠেছে মানুষ। ইরাক, আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার এমনকী লক্ষ মানুষের মিছিলও দেখেছে আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ। কিন্তু গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কের বুকে মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কেন্দ্রীয় অফিস পাড়া ওয়াল স্ট্রিটে যে গণজমায়েত শুরু হয়েছে এবং লাগাতার চলছে, তার দাবি চলমান গণবিক্ষোভে এক নতুন ও উন্নত মাত্রা যুক্ত করেছে। আরও লক্ষণীয় যে, ওয়াল স্ট্রিটের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে দেশে দেশে হাজার হাজার মানুষের মিছিলে।

ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে রাজ্যে রাজ্যে সংহতি মিছিল। ১৭ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পথসভা, ১৯ অক্টোবর কলকাতায় সংহতি মিছিল।

নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট থেকে মিছিল করে মানুষ গিয়ে জড়ো হচ্ছে টাইমস স্কোয়ারে। এখানেও হয়ত প্রেরণা হয়ে কাজ করছে মিশরের তাহরির স্কোয়ারের স্মৃতি, যা এখন এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। আমেরিকার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হেড কোয়ার্টার ওয়াল স্ট্রিট দখল কর — এই স্লোগানের মধ্যেই রয়েছে জনজীবনের দুর্দশার জন্য দায়ী মূল শত্রুকে চিহ্নিত করার প্রয়াস। জর্জ বুশ, বারাক ওবামা নয়, লক্ষ তাঁদের প্রভু কর্পোরেট পুঁজির মালিকরা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কের মালিকরা। শুধু ফাটকাবাজি করে লুণ্ঠিত বিপুল পুঁজির পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছে এরা। ২০০৮ সালে হোম মর্টগেজ ঋণ নিয়ে ফাটকা খেলে বাজি হেরে এরা দেউলিয়া হয়ে যায়। দাসস্য দাস বুশ, ওবামারা সেজন্য এদের কাঠগড়ায় তোলেনি, বরং কামান দেগেছে সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে, যাদের আসল কেন, সুদ দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। ঋণ করে কেনা তাদের ঘরবাড়ি কেড়ে নেওয়ার অধিকার দিয়েছে ব্যাঙ্কগুলোকে। এটা জেনেই কিন্তু ব্যাঙ্ক তাদের ঋণ দিয়েছিল যে তারা সুদও দিতে পারবে না। আসলে লক্ষ্য ছিল ওদের কাছ থেকে সুদ আদায় নয়, ওদের বাড়ি মর্টগেজ দেওয়া দলিলগুলোর উপর ফাটকা খেলে শত শত গুণ বেশি মুনাফা লোটা। ব্যাঙ্ক যখন ডুবল, তড়িঘড়ি তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে এল মার্কিন সরকার। লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার দিল তাদের। কিন্তু

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্না হাজারের আন্দোলন যে শিক্ষা রেখে গেল

প্রবীণ গান্ধিবাদী সমাজকর্মী আন্না হাজারের দ্বিতীয় পর্যায়ের অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন ১৬ আগস্ট শুরু হয়ে ২৮ আগস্ট প্রত্যাহৃত হয়। শাসন ব্যবস্থার উচ্চস্তরে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী জনলোকপাল আইন প্রণয়ন করাই ছিল আন্না হাজারের প্রধান দাবি। সরকার একটি সমঝোতা প্রস্তাব নিয়ে আসে, তার পরেই আন্না হাজারে অনশন তুলে নেন। স্মরণীয় যে, হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারির ঘটনায় ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি স্তরে দুর্নীতির যে ভয়াবহ অবস্থা প্রকাশ পেতে থাকে, অসৎ স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক ও নীতিহীন একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির যোগসাজশে জনগণের সম্পদ লুটের যে ঘৃণ্য কাহিনী উন্মোচিত হতে থাকে, তাতে জনগণ রাগে ফুঁসছিল। জনসাধারণের এই মানসিকতার আঁচ পেয়েই আন্না হাজারে এবং তাঁর সাথীরা তাঁদের গান্ধিবাদী লাইনের প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয় অনুযায়ী দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের দাবি ছিল, তাঁরা জনলোকপাল বিলের যে খসড়া প্রস্তুত করেছেন, সরকারকে তা গ্রহণ করতে হবে এবং যাতে সেটি সংসদে পাশ করানো যায়, তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্নীতির ইস্যুটা যেহেতু জ্বলন্ত ছিল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানদণ্ডে দাবিও যেহেতু সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল, তাই আন্না হাজারের আন্দোলন সমস্ত স্তরের মেহনতি জনগণের বিপুল সমর্থন পায়। জনসাধারণের ক্ষোভ এবং ঘৃণা যা শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির বিরুদ্ধেই নয়, জনজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আক্রমণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা ফেটে পড়ে। কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার প্রথম দিকে এই আন্দোলন সম্পর্কে কঠোর মনোভাব দেখালেও পরে জনমতের চাপে মাথা নত করতে বাধ্য হয় এবং আন্না হাজারের দাবি অনুযায়ী সরকার ও হাজারের শিবিরের সমসংখ্যক প্রতিনিধিদের নিয়ে বিলের খসড়া রচনার জন্য একটি যুক্ত কমিটি গঠন করতে রাজি হয়। শ্রীহাজারে ৫ এপ্রিল'১১ থেকে শুরু করে প্রথম পর্যায়ের অনশন ৯ এপ্রিল প্রত্যাহার করে নেন এবং যুক্ত কমিটি আলোচনা শুরু করে। কিন্তু অতি দ্রুত হাজারে বুঝতে পারেন যে, জনমতের চাপ একটু শিথিল হয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে সরকার তার পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাচ্ছে এবং সরকারের তৈরি লোকপাল বিল, যেটা একটা কাণ্ডজে প্রস্তাব ছাড়া কিছু নয়, তাকেই একটা আইন হিসাবে আনতে চাইছে। শ্রীহাজারে সঠিক ভাবেই চেয়েছেন, যাতে লোকপাল বিলের আওতায় অন্যান্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, আমলাতন্ত্র ও বিচারবিভাগকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সরকার নানা রকম অজুহাত তুলে এই দাবিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে। পরিবর্তে সংসদে সরকার তার নিজের তৈরি খসড়া পেশ করে। আন্না হাজারে যখন দেখলেন, সরকার কিছুতেই কার্যকরী লোকপাল বিল আনতে চায় না এবং বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দ্বিচারিতা করছে, এবং এও যখন তিনি বুঝলেন যে, জনসাধারণের সংগ্রামী মানসিকতায় ভাটা পড়েনি, তখন তিনি দিল্লির যন্তরমন্তরে পুনরায় অনির্দিষ্টকাল অনশন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু একজন ভারতীয় নাগরিকের প্রতিবাদ করার যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সরকার তাকে নগ্ন ভাবে লঙ্ঘন করে শ্রীহাজারেকে যন্তরমন্তরে অনশন করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, সরকারি স্পর্ধা এত দূর যায় যে, তারা শ্রীহাজারেকে হুকুম দেয়, বিকল্প কোনও স্থানে অনশন করতে হবে এবং সেটাও মাত্র তিন দিনের জন্য। সরকার যুক্তি দেখায় যে, যেহেতু সরকার একটি বিল ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করেছে এবং যেহেতু নাগরিক সমাজ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়, ফলে ঐ বিলের বিরোধিতা করার কোনও অধিকার নাগরিক সমাজের নেই। এমন কথাও বলা হয় যে এই দাবি তোলা মানেই গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্টের মর্যাদাকে খাটো করা। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ পর্যন্ত বলে দেন, 'এই দাবি শুধু অবিবেচনাপ্রসূতই নয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এই দাবি বিপর্যয়ের বার্তা বহন করে'। তিনি আরও বলেন, এই দাবি তোলার দ্বারা 'সংসদের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেও চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে।' যে কথাটা তাঁরা চাপা দিতে চাইলেন তা হল, প্রথমত, সরকার নিজেই তার প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে গেছে এবং তার দ্বারা অগণতান্ত্রিক আচরণ করেছে। দ্বিতীয়ত, ন্যায়সঙ্গত দাবি মানতে যে সরকার অস্বীকার করেছে, তাকে তা মানতে বাধ্য করার জন্য একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধাপে ধাপে অনেক উচ্চস্তর পর্যন্ত যেতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল থেকে হ্যারল্ড লাস্কি প্রমুখ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রবক্তারাও বলেছেন যে, জনস্বার্থে যে কোনও নাগরিক বা সংগঠনের আন্দোলন করার অধিকার আছে শুধু নয়, সেই আন্দোলন প্রয়োজনে আবেদনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর রূপ নিতে পারে। গণতন্ত্রের কথা বললে নাগরিককে এই অধিকার দিতে রাষ্ট্র বাধ্য। নাগরিক সমাজের কথাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখা শুধু নয় এর যথার্থ স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠা পায়। এই প্রক্রিয়াই হল সংসদীয় গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। এই আন্দোলনের অধিকার খর্ব করা শুধু

চারের পাতায় দেখুন

লোডশেডিং বন্ধ করার দাবিতে এবং মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অ্যাবেকার বিক্ষোভ

কলকাতা সহ সারা রাজ্য জুড়ে গত কয়েকদিন ধরে ভয়াবহ লোডশেডিং চলছে। অবিলম্বে লোডশেডিং বন্ধ করা এবং মাশুলবৃদ্ধির প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার দাবিতে ১৫ অক্টোবর অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কলকাতার ধর্মতলায় বিক্ষোভ অবরোধ করা হয়।

লোডশেডিং-এর কারণ হিসাবে পিডিসিএল ও সিইএসসি-র পক্ষ থেকে কয়লার মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহের ঘাটতিকে দেখানো হচ্ছে। ইসিএল বলছে, বকেয়া টাকা না মেটালে তারা পিডিসিএলকে আর কয়লা দিতে পারছে না। অন্যদিকে পিডিসিএল বলছে, বিদ্যুতের মাশুল না বাড়ালে তাদের পক্ষে বকেয়া মেটানো সম্ভব নয়। সিইএসসি ইতিমধ্যেই এমভিসিএ বাবদ প্রতি ইউনিটে ৪৬ পয়সা দাম বাড়িয়েছে এবং একই অজুহাতে তারা পুনরায় দাম বাড়ানোর প্রস্তাব রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার বিদ্যুতের মাশুল বাড়াবে না। রাজ্য সরকারের নির্দেশে এসইডিসিএল ৩ বছর পর্যন্ত দাম বাড়ায়নি ঠিকই, কিন্তু সিইএসসি-র মতো বেসরকারি সংস্থার উপর রাজ্য সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে দাম বেড়েই চলেছে।

একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চাপে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে জনসাধারণ মেনে নেয় যে বিদ্যুতের মাশুল না

পাঁচের পাতায় দেখুন

‘আশা’ কর্মীদের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়া জেলা ‘আশা’ কর্মী প্রতিনিধি সম্মেলন। জেলার ১২টি ব্লক থেকে শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কাজের নতুন সূচি অনুযায়ী আশা কর্মীদের বেতন (সরকারি ভাষায় ইনসেনটিভ) কমানোর বিরুদ্ধে প্রতিনিধিরা সোচ্চার হন। আশা কর্মীরা মে মাস পর্যন্ত মাসিক ৮০০ টাকা করে পেতেন। এখন নতুন নিয়মাবলী অনুযায়ী তাঁদের বেশিরভাগের বেতন ৮০০ টাকা থেকে কমে যাবে।

এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতি ব্লকে বিক্ষোভ-ডেপুটেশনের কর্মসূচি সম্মেলনে গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন-এর রাজ্য সভাপতি বিমল জানা এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক এম কে সিনহা আন্দোলনকে তীব্রতর করার আহ্বান জানান। ঐ দিন পুরুলিয়া সি এম ও এইচ-এর কাছেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সি এম ও এইচ দাবিগুলি নিয়ে ১৯ অক্টোবর ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে পুনরায় আলোচনা করবেন জানান। সম্মেলন থেকে রীতা ভট্টাচার্যকে সভাপতি এবং অনিমা রায়কে সম্পাদিকা করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

জেলায় জেলায় এ আই এম এস এস-এর সম্মেলন

পূর্ব মেদিনীপুর

নারীপাচার, নারীনির্যাতন, বধূহত্যা, নারীধর্ষণ, গণধর্ষণ করে হত্যা, হোটেলে হোটেলে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা, মদের ঢালাও লাইসেন্স ইত্যাদির প্রতিবাদে এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামতারক আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রামতারক শ্রীকৃষ্ণ পান সমিতির হলে দেড় শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড জ্যোৎস্না প্রামাণিক সহ কমরেড সবিতা সামন্ত, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস বেলা পাঁজা ও প্রতিমা অধিকারী বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনিতা মাইতি। পুতুল দোলই ও আল্পনা বেরাকে যুগ্ম সম্পাদিকা এবং জ্যোৎস্না প্রামাণিককে সভানেত্রী করে ২০ জনের কমিটি গঠিত হয়।

২৫ সেপ্টেম্বর কোলাঘাট ব্লক কমিটির উদ্যোগে বহু মহিলার উপস্থিতিতে সাহাপুর দেশপ্রাণ পাঠাগারে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রী ছিলেন কমরেড আরতি মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন মিঠু দত্ত, অলকা অধিকারী, অপর্ণা দাস, প্রতিমা অধিকারী ও জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনিতা মাইতি। মায়া সামন্ত ও মিঠু দত্তকে যুগ্ম সম্পাদিকা এবং সুতপা সিনহাকে সভানেত্রী করে ১৫ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

২৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার ক্যানিংয়ে গোপালপুর হাট পুকুরিয়ায় অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আঞ্চলিক সম্মেলন হয়। ৮০ জন মহিলা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সেলিমা আখন্দ (বেবি)। ৮ জন প্রতিনিধি সাংগঠনিক রিপোর্টের উপর বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন কমরেড সফি পৈলান। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দও বক্তব্য রাখেন। কমরেড বিমলা হালদারকে সভানেত্রী ও কমরেড সেলিমা আখন্দকে সম্পাদিকা করে ১৮ জনের কমিটি হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর মৈপীঠের নগেনাবাদ পূর্ণিমা স্মৃতি মার্কেটে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মৈপীঠ আঞ্চলিক সম্মেলন হয়। ৫৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মাধবী পণ্ডিত। কমরেডস গীতা জানাকে সভানেত্রী, গৌরী মণ্ডলকে সম্পাদিকা ও সবিতা গিরিকে সহ সম্পাদিকা করে ৭৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর জয়নগর ১নং ব্লকের গোচরণ গার্লস হাইস্কুলে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নারায়ণীতলা আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড ছবি মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অদ্রীশ ঘোষ। প্রধান বক্তা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী নারীজীবনের সমস্যা তুলে ধরে আন্দোলনের আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ সদস্যা কমরেড সবিতা দাস ও কমরেড পুষ্প পাল। উপস্থিত ছিলেন নারায়ণীতলা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়দেব নস্কর। কমরেড অঞ্জলী নস্করকে সভানেত্রী ও কমরেড ছবি মুখার্জীকে সম্পাদিকা করে ২৯ জনের কমিটি গঠিত হয়।

চাল বণ্টনে দুর্নীতি, খড়্গপুরে বিক্ষোভ

খরাপ্রবণ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গরিব মানুষদের জন্য ২০১০-এর বরাদ্দ বিনামূল্যের চাল এসেছে ২০১১তে। কিন্তু বণ্টন নিয়ে নানা বৈষম্যের অভিযোগ উঠছে। প্রাপ্য চালের চেয়ে কম পরিমাণ চাল দেওয়া হচ্ছে, অনেক গরিব মানুষ পাচ্ছেন না, আবার যাদের পাওয়ার কথা নয় তারা পাচ্ছেন — এমন সব অভিযোগ। ২৪নং ওয়ার্ডে চাল বণ্টন শুরু হয় ২৯ সেপ্টেম্বর। বণ্টনের পূর্বে কুপন বিলিতে দেখা গেল বহু গরিব মানুষ কুপন পাননি। আবার পরিবার পিছু ১০ কিলো করে চাল দেওয়া শুরু হল, পাশের ২৫নং ওয়ার্ডে যেখানে পরিবারপিছু ২০ কিলো করে চাল দেওয়া হয়েছে সেখানে কেন ২৪নং ওয়ার্ডে ১০ কিলো করে চাল দেওয়া হল এই প্রশ্ন তুলে এলাকার গরিব মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে চাল বণ্টন বন্ধ হয়ে যায়। শতাধিক মহিলা এস ডি ও অফিসে অভিযোগ জানাতে হাজির হন। এদের নেতৃত্ব দেন খড়্গপুর শ্রমজীবী মহিলা ও পরিচারিকা সমিতি। এস ডি ও সমস্ত অভিযোগ শোনেন। বি পি এল তালিকাভুক্ত এবং গরিব মানুষ যাঁরা কুপন পাননি তার একটি তালিকা প্রতিনিধিরা এস ডি ও-র হাতে তুলে দেন। এস ডি ও ঘোষণা করেন প্রত্যেক গরিব পরিবারকে তিন দফায় ৪০ কিলো করে চাল দেওয়া হবে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জয়শ্রী চক্রবর্তী, রূপালী মহেশ, রূপালী মণ্ডল, গঙ্গা পালই, তারা সাউ, ফুলকলি পাত্র প্রমুখ।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির বিক্ষোভ মিছিল

১২ সেপ্টেম্বর পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ নীতিতে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল তৈরির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রায় একশো মানুষের একটি সুসজ্জিত মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে জেলা হাসপাতালের গেটে উপস্থিত হয়। সেখানে সংগঠনের সম্পাদিকা বহ্নিশিখা ভদ্র, দেবাশীষ মুখার্জী সহ বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। মূল বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ডাঃ সজল বিশ্বাস। জেলা হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বহির্বিভাগে পানীয় জলের ব্যবস্থা, জরুরি বিভাগে ২৪ ঘন্টা ডাক্তারের উপস্থিতি ইত্যাদি দাবি করা হয়। রাজ্য সরকার যেভাবে জনসাধারণের ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল তৈরি করে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রতিবাদ জানানো হয়।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িয়া থানার মেকাতলা গ্রামনিবাসী কমরেড মোহন রাউত ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

বিগত ষাটের দশকে মেকাতলা, গোবাগ ইত্যাদি গ্রামকে কেন্দ্র করে নিতুড়িয়া থানার ঐ এলাকায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল একের পর এক গণআন্দোলন। সেই সময় স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই কমরেড মোহন রাউত দলের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট নেতা কমরেড নির্মল মণ্ডলের মাধ্যমে তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং সেই কিশোর বয়সেই মহান নেতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের একজন যোগ্য কর্মী হওয়ার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ৭০-এর দশকের গোড়ায় ঐ এলাকায় কাশীপুর পঞ্চকোট রাজাদের বেনাম করে রাখা জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে বিলি করার আন্দোলন চলছিল। কমরেড মোহন রাউত সেই আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

এই আন্দোলন করার অপরাধেই জোতদার রাজাদের নিয়োজিত দুষ্কৃতীদের হাতে কমরেড রামযতন সিং ও কমরেড গুহিরাম বাউরী খুন হয়েছিলেন। শুধু ঐ দু'জন নয়, তাদের লক্ষ্য ছিল আরও অনেকে যাদের মধ্যে কমরেড মোহন রাউত অন্যতম। কিন্তু তা দিয়ে কমরেড মোহন রাউতকে ভয় দেখানো যায়নি। তিনি দলের ও আন্দোলনের কাজ আগের মতোই চালিয়ে যেতে থাকেন। দারিদ্র্য বা সংসার প্রতিপালনের চিন্তা তাঁকে সংগ্রামের পথ থেকে সরাতে পারেনি।

১৯৮৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রার্থী হয়ে তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। একজন সৎ ও নির্লোভ সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সাধারণের মধ্যে দলের উচ্চ আদর্শ তুলে ধরতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে কাশীপুরের রাজা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও নিষ্ক্রিয় ছিল না। দলের কমরেড কুশধ্বজ মণ্ডল, কমরেড মোহন রাউত সহ আরও কয়েকজন নেতা-কর্মীকে খুন সংক্রান্ত এক মিথ্যা মামলায় তারা জড়িয়ে দেয় এবং তাঁদের ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বন্দি অবস্থাতেই কমরেড রাউত অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারাজীবনকেও সংগ্রামী মানসিকতায় গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কমরেড শিবদাস ঘোষের বই ও ছবিই ছিল তাঁর কাছে শান্তি ও প্রেরণার উৎস। চিকিৎসার জন্য তাঁকে মেদিনীপুর জেল থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়, তারপর চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল। তাঁর সুচিকিৎসার জন্য দলের পক্ষ থেকেও সব রকম সাহায্য করা হয়েছিল।

২২ সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অনেক রাতে তাঁর মৃতদেহ কলকাতা থেকে মেকাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতেও তাঁকে চোখের জলে বিদায় দিতে অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

৩০ সেপ্টেম্বর মেকাতলা গ্রামে দলের উদ্যোগে প্রকাশ্য স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার প্রবীণ নেতা কমরেড ভাস্কর ভদ্র। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জননেত্রী ও জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য।

আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীরা ২৫ সেপ্টেম্বর কমরেড মোহন রাউতের স্মরণে একটি সভায় মিলিত হন। সভাপতি দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল বলেন, প্রয়াত কমরেড মোহন রাউতের সঙ্গে কয়েকদিনের মেলামেশায় বুঝেছিলাম, তিনি বলিষ্ঠ মনের কমরেড ছিলেন। স্ত্রী দেখা করতে এলে তাঁকে দলের আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চলার কথা বলেছিলেন। দলের পত্রপত্রিকা গভীর নিষ্ঠার সাথে তিনি পড়তেন।

রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বলেন, আলিপুর জেল হাসপাতালে প্রতিদিন তাঁকে দেখতে যেতাম। দলের কয়েকটি বই ও গণদাবী পত্রিকা পড়তে দিয়েছিলাম, তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। শারীরিক যন্ত্রণাকে সহ্য করে চোখ-মুখ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে দেখেছি, কিন্তু কোনওদিন স্ত্রী-ছেলে পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে শুনিনি। ‘রাতে ঘুম আসে না’ এ কথা জানিয়ে গণদাবীতে প্রকাশিত মহান নেতার ছবি দেখিয়ে বলেছেন, ‘এই ছবি বুকে নিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করি, অসুবিধা কিছু হচ্ছে না, তাছাড়া আপনারা আছেন।’ ৫ আগস্ট জেলের মধ্যে মহান নেতার স্মরণসভা করা হবে জেনে আনন্দিত হয়েছেন। স্মরণসভার দিন কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যাজটি তাঁর হাতে দিতে পরম শ্রদ্ধায় বুকে রেখেছেন, চোখে মুখে ছিল একটা তৃপ্তির ভাব। জেলে রোগীদের কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য তাঁকে যে ভলান্টিয়ার দেওয়া হয়েছিল তাঁর কিছু অসৎ কাজ নজরে আসা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বলেছেন, ‘থাক ওকে কিছু বলবেন না, ওরা গরিব অসহায়, ওদের সাথে কেউ দেখা করতেও আসে না, দু'মুঠো খাবারের জন্য আমাদের কাজ করে দেয়।’ এই ঘটনায় তাঁর গভীর দরদী মনের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা, শিক্ষা ও আদর্শ থেকে তিনি এই হৃদয়বৃত্তি পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, দলের আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য, গরিব মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মমত্ব এগুলিই কমরেড মোহন রাউতের প্রধান গুণাবলী ছিল।

সভার শুরুতেই প্রয়াত কমরেডের ছবিতে মাল্যদান করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কমরেড মোহন রাউত লাল সেলাম

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ

দারিদ্র্যের মানদণ্ড নিয়ে নির্মম রসিকতা

একজন শহরবাসী ভারতীয় যদি মাসে ৫৭৮ টাকার বেশি খরচ করতে পারে তার জীবন ধারনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে, তবে সরকারের নতুন মানদণ্ড অনুযায়ী সে আর গরিব নয়। দৈনিক হিসাবে খরচ প্রায় ২০ টাকা হলে সে গরিবের তালিকায় পড়বে না। তার জন্য সরকারি সাহায্য যেমন ভর্তুকিতে সস্তায় চাল পাওয়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা যা বিপিএল ভুক্তদের পাওয়ার কথা, তা পাওয়া যাবে না। ঐ খরচের মধ্যেই রয়েছে মাথাগোঁজার ঠাঁই ভাড়া ও খাওয়া বাবদ ৩১ টাকা। শিক্ষাদীক্ষার জন্য ১৮ টাকা। চিকিৎসা ও ওষুধপত্র বাবদ ২৫ টাকা, বাজারহাট বাবদ ৩৬.৫ টাকা। এই হল মাসিক বরাদ্দের হিসাব। একইরকমভাবে গ্রামের একজন ভারতীয় নাগরিক যদি দৈনিক ১৫ টাকার বেশি ব্যয় করতে পারে তবে সে আর গরিব নয়। এইভাবে ধরলে গ্রামে মাত্র ৪১.৮ শতাংশ মানুষ গরিবের তালিকায়। ২৫.৭ শতাংশ শহরের বাসিন্দা গরিব বলে গণ্য হবে। বলা হচ্ছে, সরকারি সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে তাদেরই। সরকারের কাছে প্ল্যানিং কমিশনের এটাই ছিল প্রথম প্রস্তাব।

সম্প্রতি এই হিসেব একটু হেরফের করে বলা হয়েছে শহরের মাথাপিছু দৈনিক আয় ৩২ টাকা, আর গ্রামে ২৬ টাকা — এই সীমা ছাড়ালে সে আর গরিব নয়। এই হল সুপ্রিম কোর্টের কাছে দেশের প্ল্যানিং কমিশনের সুচিন্তিত প্রস্তাব। এই অবাস্তব, অসম্ভব, নির্মম বঞ্চনার নির্লজ্জ প্রস্তাবটি দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনার ভার যাদের ওপর ন্যস্ত থাকে — তাদেরই। একে কোনও পাগলের প্রলাপ বলে তা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। দেশের জিডিপি যেমন চড় চড় করে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, তেমনই ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে, বৈধতা নিয়ে, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে কোটি কোটি গরিবের হত্যাকাণ্ড চালানো হবে। সংখ্যাতত্ত্বের হালফিলের এই কসরতে দুনিয়া দেখবে ভারতে গরিব কমছে! তবে দুর্ভাগ্যই বলতে হয়। এমন ছক বাঁধা পথেও গ্রামের অর্ধেকের কাছাকাছি, শহরের চারভাগের এক ভাগ হতদরিদ্র! এই অঙ্ক মোছা যাচ্ছে না। গভর্নমেন্ট অব দি পিপল, ফর দি পিপল, বাই দি পিপল-এর ঐতিহাসিক প্রহসন চলছে।

প্রহসনের এই যাত্রা শুরু হয়েছিল বৃটিশ শাসনের অবসানের পর থেকেই। সেদিন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর করায়ত্ত হয়েছিল স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। প্ল্যানিং কমিশন শিল্পকে, কৃষিকে, সমগ্র অর্থনীতিকে ঢেলে সাজিয়েছে নিখুঁত পরিকল্পনায়। রঙীন স্বপ্নের এক ভারতবর্ষ গড়তে মোহময় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণার ইতিহাস রচিত হয়েছে কংগ্রেস সরকারের তত্ত্বাবধানে। অবশ্য স্লোগানের মোড়ক বদলাতে হয়েছে মাঝে মাঝে। উদ্দেশ্য বদলায়নি। আজও তা অব্যাহত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাসীন পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ ও শাসনকে পাকাপোক্ত করতে, কোটি কোটি জনতার রক্তশোষণ করে দ্রুত, যথাসম্ভব নিরুপদ্রবে, নির্মম এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে শক্তিশালী করা যার উদ্দেশ্য। শোষিত জনতাকে বোকা বানিয়ে নিত্যনতুন কৌশলে গণবিক্ষোভের রাস্তা থেকে সরিয়ে এনে বরং শাসকশ্রেণীর ষড়যন্ত্রে জনতাকে সামিল করাই তার আবশ্যিক প্রয়োজন ও লক্ষ্য।

এই উদ্দেশ্য হাসিল করতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতন্ত্র' ইত্যাদি স্লোগান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তুলেছে কংগ্রেস। ১৯৬৪ সালে ৬ জানুয়ারি ইংরাজি স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ ''কংগ্রেসের সকলেই সমাজতন্ত্রের নামেই শপথ নেয়, যদিও সমাজতন্ত্র বোঝাটা প্রত্যেকের নিজস্ব।'' ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস বলেছিল, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা', ১৯৫৭তে সেটা বদলে হল 'সোস্যালিস্ট কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ', তারপর তা বদলে হল 'পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'। এই 'সমাজতন্ত্র' পুঁজিপতিদের কাছে বেশ পছন্দসই ছিল। কারণ পণ্ডিত নেহেরুর সমাজতন্ত্রে সমাজতন্ত্র ছিল না। ছিল নির্ভেজাল প্রতারণা। তিনি বলেছিলেন, 'আধুনিক সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ বড় সেকেলে এবং মোটেই যথাযথ নয়'। বৃটিশ লেবার পার্টির কাছেও নেহেরু সৃষ্ট এরকম সমাজতন্ত্রের ধারণা বেশ পছন্দ হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দ্বারা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণও সমাজতন্ত্রমুখী প্রগতিশীল পদক্ষেপ বলে প্রবল হাততালি পেয়েছিল। সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো পার্টি ঐ পদক্ষেপে অভিভূত হয়েছিল। শিল্প-ব্যাঙ্ক-জীবনবীমা ক্ষেত্রে নানা সময়ে জাতীয়করণ হয়েছে। তা সমাজতন্ত্রের ভিত গড়ে দেয়নি। বরং শক্তি দিয়েছে ভারতীয় পুঁজিপতিদের, যে ফলাফলের কথা সে সময়ই বলেছিলেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ।

৬০-এর দশকে কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর সম্মেলনে তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতা কৃষ্ণমেনন কিন্তু সত্যি কথাই বলেছিলেন, ''আমাদের সমাজ একটি পুঁজিবাদী সমাজ। একথা সত্য যে, গত কয়েক বছরে আমরা কিছু ধাক্কা দিয়েছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের সমাজব্যবস্থার ভিত্তিটি এখনও পুঁজিবাদী।'' কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর সম্মেলনের প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ একটি আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা অতি দ্রুত যতটা সম্ভব কম সময়ে গড়ে তুলতে হবে যাতে উচ্চমাত্রায় উৎপাদনে সক্ষম একটি আধুনিক অর্থনৈতিক ও কার্যকরী কাঠামো সম্পন্ন দেশে ভারতবর্ষ রূপান্তরিত হতে পারে।'' ''রাষ্ট্র বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, পরিষেবা ক্ষেত্র গড়ে তুলবে, যেমন বিদ্যুৎ, পরিবহন ইত্যাদি। সমস্ত সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে। সামাজিক উদ্দেশ্য ও নানা প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এবং '' মূল কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার দ্বারা নৈরাজ্যমূলক শিল্পবিকাশের অনিষ্টকর ফলাফল আটকাবে।'' বলা হল এইভাবেই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' সমাজব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ গড়ে তুলতে হবে।

মহান এঙ্গেলসের যুগান্তকারী বিশ্লেষণ হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়করণ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলে না বরং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ গড়ে তোলে। ভারতবর্ষ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতীয় পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করতে এই লক্ষ্যেই ভারি ও মৌলিক শিল্পক্ষেত্রগুলি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মধ্যে আনা হল — যা পাবলিক সেক্টর হিসাবে তকমা পেয়েছে। ব্যক্তিপুঁজিপতিদের এগুলি গড়ে তোলার কোন উৎসাহ ছিল না। কারণ এতে পুঁজিও লাগে বেশি, ভোগ্যপণ্যের তুলনায় লাভও এক্ষেত্রে কম, লাভটা পেতে দেরিও হয়। আসলে জনগণের টাকায় পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই ক্ষেত্রগুলি গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়েছিল। এর ফলে দ্রুত ব্যক্তি একচেটিয়া পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির মেলবন্ধন ঘটল 'সমাজতন্ত্রের' নামে। আসলে, তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটা না বললে জনস্বার্থের, জনকল্যাণের কোন ঘোষণার ন্যায্যতা সৃষ্টি হত না। কারণ শিল্পে, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে, বিজ্ঞানে — সর্বক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ছিল শোষিত জনগণের আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভর করার মন্ত্র। শান্তি ও সমৃদ্ধির বাস্তব প্রতীক হয়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া।

স্বাধীন ভারতে ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের তৎকালীন রিপোর্ট দেখাচ্ছে, সংগঠিত শিল্পের ৯৫ ভাগ উৎপাদন হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে (১৯৬০-৬১)। জাতীয় আয়ের অবদান ১৯৫০-৫১-তে ৫.৮ শতাংশ ছিল, ১৯৬০-৬১-তে বেড়ে ১০.৫ শতাংশ হয়েছে। সুতরাং এই রিপোর্টেও 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদের' চেহারাটা বেশ পরিষ্কারই বোঝা যায়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন সে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যক্তিপুঁজির নিয়ন্ত্রণ কতটা পাকাপোক্ত হয়েছে তা বোঝা যায়। রাষ্ট্র যে বাস্তবে কার স্বার্থে কাজ করছে সেটাও পরিষ্কার বোঝা যায়। এর মধ্যে সমাজতন্ত্র কোথায়? কৃষ্ণ মেনন তাঁর বক্তৃতায় তথ্য এনে দেখালেন কীভাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে ঃ ''Monopoly in India works either through control of shares or through managing agents or control of credits and interlocking of directatorship. For instance 1502 directors of 331 companies hold 7366 other directorship. Fifty three percent of these directorship are held by the 10 top companies'.

কৃষ্ণমেনন প্রশ্ন তুলেছেন, মুষ্টিমেয় কয়েকটি হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল কী করে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সমীক্ষাও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেসের প্রথম দশকের পরিকল্পনায় ''বিপজ্জনকভাবে'' অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কংগ্রেসের নেতারা যে বক্তৃতায় বলেন অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে ধনী-গরিবের আয় বৈষম্য বাড়বে না — তা যে কত বড় প্রতারণা, রিপোর্ট তা প্রমাণ করছে। প্রতারণার চরম নিদর্শন তৈরি হয় যখন ভুবনেশ্বর সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয় — ''বাড়তি সুযোগ সুবিধা, বৈষম্য ও শোষণ নির্মূল করতে হবে।''

আজ সেই সুন্দর (!) অত্যাশ্চর্য গণতান্ত্রিক সমাজবাদের স্বপ্নময় ভারতবর্ষ যে অবস্থায় এসেছে, তাতে দেশের গরিষ্ঠ মানুষের দৈনিক ২০ টাকা খরচ করার সামর্থ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছে শহরে প্রতি ৮টি শিশুর মধ্যে একজন বাস করে বস্তিতে, যেখানে বাসযোগ্য পরিবেশ নেই। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের হিসাবে আগামী ৫ বছরে ১০ লক্ষ পরিবার কাজ হারাবে। ৫ বছরে দেশের মানুষের গরিবি দূর করার (!) ভবিষ্যৎবাণীর সেই '৯০-৯১ সাল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 'গরিব' মানুষ চোখের জলে পার করে এসেছে। গ্রামের লোক ২৬ টাকা, শহরে ৩২ টাকা খরচকরলে সে আর হয়ত সরকারি বিবেকহীনতার মানদণ্ডে গরিব থাকবে না। প্ল্যানিং কমিশনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সেই ট্রাডিশন পুঁজিপতিশ্রেণীর অন্যতম প্রধান নির্ভরযোগ্য দল কংগ্রেস নেতৃত্ব আজও বয়ে যাচ্ছে। এই প্রতারণার সৌধের ওপর গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র নায়ক, আমলারা আজ স্বেচ্ছাচারী, প্রতারক, দুর্নীতি পরায়ণ। অবশ্য প্রায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিবিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর এখন শাসকশ্রেণীকে ও তার সেবাদাস দলগুলিকে সমাজতন্ত্রের স্লোগানের আড়াল নিতে হয় না। দোহাই দিতে হয় সর্বরোগহর পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের!

মার্কস থেকে লেনিন বহুপূর্বেই তাঁদের বিশ্লেষণে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শোষণ প্রকৃতিকে উন্মোচিত করে দেখান যে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় ভোট হচ্ছে কয়েক বছর অন্তর এটা স্থির করা যে, শাসকশ্রেণীর কোন্ প্রতিনিধি পার্লামেন্টের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছাকে দমন ও ধ্বংস করবে। এই সত্যকে অস্বীকার করে সাধারণভাবে 'গণতন্ত্র' রক্ষার জন্য চিৎকার হল প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া দলের শোষক হিসাবে সুযোগ সুবিধাগুলিকে রক্ষা করা। এই চেতনার উপর দাঁড়িয়ে সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলাই হল শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি কর্তব্য। অন্যথায় গণঅসন্তোষ-বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে মাঝে মাঝে সরকার বদলাবে, নেতা বদলাবে, কিন্তু শোষণের নীতি বদলাবে না এবং বদলায় না। আর বদলায় না বলেই দেশের দারিদ্র বাড়ে এবং এই দারিদ্র দূরীকরণের পরিবর্তে সরকার দারিদ্রের মানদণ্ড নিয়ে নির্লজ্জ রসিকতা করে।

শ্রীরামপুরে
সি পি ডি আর এস-এর কনভেনশন

২৫ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরে সি পি ডি আর এস-এর মহকুমা প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে এক নাগরিক কনভেনশন হয়। অধ্যাপক, শিক্ষক, আইনজীবী সহ সমাজের নানা স্তরের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রশান্ত কুমার গুহ, সুরঞ্জন চক্রবর্তী, সুব্রত বসু প্রমুখ ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সেটেলমেন্টে উল্লিখিত কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের অধিকার সহ জোর করে জমি অধিগ্রহণ ও অত্যাবশ্যক পণ্য আইন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সি পি ডি আর এস-এর সহ সভাপতি সুরজিত দেবরায় এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সি পি ডি আর এস সংগঠনটি গড়ে ওঠা ও সংগঠনের উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলনগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভায় রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি উত্থাপিত হয় এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার দাবিতে ও মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাঃ তারাপদ চট্টোপাধ্যায়। কনভেনশন থেকে মহকুমা কমিটি গঠিত হয়।

আসানসোল এস ডি ও অফিসে শ্রমিক বিক্ষোভ

২১ সেপ্টেম্বর এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে কয়েক'শ শ্রমিক আসানসোল মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ২০ শতাংশ বোনাস, ন্যূনতম মজুরি, ইএসআই-এর সুবিধা নিশ্চিত করা, কয়লা শিল্পে আউটসোর্সিং বন্ধ করা, স্থানীয় শিল্পে স্থানীয় বেকার যুবকদের চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া সহ ৯ দফা দাবিতে এলাকার বিভিন্ন শিল্প থেকে শ্রমিকরা এ দিন বিক্ষোভে সামিল হন। এলাকার ছোট ছোট বেসরকারি শিল্প এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা ছাড়াও মিছিলে রেল, হিন্দুস্তান কেবলস ও কয়লা শিল্পের শ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করেন। কমরেড দীপেন সোমের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেন। এস ডি ও-র অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত দাবিগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

এ আই ডি এস ও-র
বর্ধমান জেলা সম্মেলন

শিক্ষার সর্বস্তরে ফি বৃদ্ধি, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, বেসরকারিকরণ, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দাবিতে পঞ্চম বর্ধমান জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৪ সেপ্টেম্বর শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নগর (বর্ধমান শহর) টাউন হলে। পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে যোগদান করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বর্ধমান জেলার সম্পাদক কমরেড রতন কর্মকার। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি ও বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড পরীক্ষিত গঁরাই ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ঝর্ণা পাল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজিত পাত্র। কমরেড শঙ্খ কর্মকারকে সভাপতি ও কমরেড অতীশ বোসকে সম্পাদক করে ১৯ জনের জেলা কমিটি ও ৪১ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

আন্না হাজারের আন্দোলন

একের পাতার পর

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর আঘাত নয়, এ কাজ প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের নামান্তর। এমনকী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে যে, জনস্বার্থে সংসদ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এ কথাও স্মরণ করা দরকার, এই পার্লামেন্টের সৃষ্টিও হয়েছে সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী আজ মরণোন্মুখ, সর্বাত্মক সংকটে তার অস্তিত্বই বিপন্ন, আজ এই অধিকারকে সে ভয় পায়। তাই ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারকে এখন বুর্জোয়া রাষ্ট্র দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়। গণতন্ত্রের ঠাঁটবাটটুকু বজায় রাখা এবং মানুষের ক্ষোভের উত্তাপ প্রশমিত করার জন্য নিয়ন্ত্রিত রূপে কিছু সভা সমিতিতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু আন্দোলন যদি মানুষের কথাকে বহন করে শোষণমুক্তির অভিমুখে ধাবিত হয়। তখনই কখনও সরাসরি আঘাত, কখনও ছলচাতুরি দিয়ে আন্দোলন ভাঙার জন্য সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার হচ্ছে ভারতের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর এক বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, এরা কেবল প্রভুর আদেশই কার্যকর করে। সেজন্য সংসদীয় গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক বিধিবিধান রক্ষার ধুয়া তুলে সরকার এমনকী শ্রীহাজারের আন্দোলনের উপর হামলা চালাতেও দ্বিধা করল না। অনশন শুরু করার ঠিক আগে ১৬ আগস্ট ভোরে শ্রীহাজারেকে গ্রেপ্তার করা হল এবং জেলে পাঠানো হল। কিন্তু এ ঘটনা জনসাধারণের ক্রোধের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি দিল এবং সারা দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। জনসাধারণের এই তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ দেখে সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয়। শ্রীহাজারের মুক্তি ও অনশন করার দাবি মানতে বাধ্য হল। ১৬ আগস্ট থেকে অনশন শুরু হওয়ার পর যত দিন গেছে, আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের এই চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী সমস্ত স্বীকৃত দলগুলির একটা বৈঠক ডাকেন। এখানে বলা প্রয়োজন, স্বঘোষিত বামপন্থী-মার্কসবাদী দলগুলি সহ সমস্ত সংসদীয় দলগুলি আজ শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থের সেবা করতেই দায়বদ্ধ। সেজন্যই সংসদের ভিতরে মাঝেমধ্যে যত হৈ চৈ-ই হোক, একে অপরের বিরুদ্ধে যত তীব্র বাক্যবাণই বর্ষিত হোক, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের ঝড় উঠুক, সমস্ত দলগুলিই এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকে, যাতে শাসক পুঁজিবাদ বিপন্ন না হয় এবং একটা সীমার পর শাসকশ্রেণী বিব্রত না হয়। এদের সকলের পালের হাওয়া কার্যত কেড়ে নিয়েছিল শ্রীহাজারের আন্দোলন যেহেতু তা ক্রমাগত গণচরিত্র অর্জন করছিল এবং সঠিক পথে প্রবাহিত হতে পারলে তা একটা গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিতে পারত। শ্রী হাজারের পিছনে জনসমর্থনের বিপুল স্রোত থাকার ফলে এইসব সংসদীয় দলগুলি তাঁর বিরোধিতাও করতে পারছিল না, কিন্তু প্রতিদিন যেভাবে এই আন্দোলন জনসমর্থন সঞ্চয় করছিল, সেটা তাদের অস্বস্তিও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। ফলে এই আন্দোলন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো। এবং তারা সুযোগ খুঁজছিল কত দ্রুত এই আন্দোলনের সমাধি ঘটানো যায়। ফলে তারা সকলে একজোট হয়ে আওয়াজ তুলল, আইন করার চূড়ান্ত অধিকার একমাত্র সংসদের আছে, গণআন্দোলন এবং সেই অর্থে জনমতের এ বিষয়ে কোনও অধিকার নেই। সরকার এবং 'দায়িত্বশীল' বিরোধী দলগুলি একজোট হয়ে বলল যে, তারা একটি শক্তিশালী লোকপাল বিল তৈরি করবে এবং আন্না হাজারে যেন এখনই অনশন তুলে নেন। কিন্তু এই ধরনের কোনও মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে শ্রী হাজারে বিশ্বাস করতে রাজি ছিলেন না বলে বরফ গলল না। তিনি বললেন, সরকার যদি লোকপাল বিল প্রত্যাহার করে হাজারে শিবিরের তৈরি করা জনলোকপাল বিল সংসদে পেশ করবে, তখন তিনি অনশন তুলবেন। অনশন আন্দোলনের পিছনে ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন দেখে ২৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী সরকারের তরফে সরাসরি কোনও প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে গিয়ে ঘোষণা করলেন যে, বিষয়টি তিনি সংসদে রাখবেন। কিন্তু এই ধরনের ভাসাভাসা কথায় জনমত টলল না। ফলে শ্রীহাজারেও সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিবর্তে তিনি সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা না করেও এই বলে জোর দিলেন যে, জনলোকপাল বিলের খসড়া গ্রহণ করা হবে এই মর্মে একটা প্রস্তাব সরকারকে সংসদে পাশ করাতে হবে। কিন্তু সরকার কিছু সাংবিধানিক ও পদ্ধতিগত বিধিনিষেধ দেখিয়ে শ্রী হাজারের এই প্রস্তাবকে মানতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে একচেটে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া যারা প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের পর শ্রী হাজারেকে অনশন ধর্মঘট তুলে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেছিল, তারা এবার অবিলম্বে অনশন তুলে নেওয়ার জন্য প্রচার তুঙ্গে তুলল। এই ধরনের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি হয়ে শ্রী হাজারে ও তাঁর সাথীরা তাঁদের পূর্বেকার অবস্থানকে আংশিকভাবে সংশোধিত করে তিনটি বিষয় সংসদে অনুমোদন করার জন্য বলেন — (১) জনগণের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সরকারি দপ্তরগুলির জন্য একটি নাগরিক সনদ, (২) লোকপালের আওতায় নিচুতলার আমলাদের আনার ব্যবস্থা, (৩) রাজ্যগুলির জন্য লোকায়ুক্ত নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় আইন করতে হবে।

'বন্ধু' বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সরকার বলল যে, সংসদের দুই কক্ষের বিশেষ অধিবেশন ডেকে সেখানে একটি 'সেন্স অব দি হাউস' প্রস্তাব (সংসদের অভিমত) এনে শ্রীহাজারের তোলা উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে 'নীতিগতভাবে' সম্মতি জানানো হবে। এভাবেই সরকার একটা সুনির্দিষ্ট কার্যকরী প্রস্তাব আনার পরিবর্তে সেন্স অব দি হাউস প্রস্তাবের মতো একটা অন্তঃসারশূন্য মৌখিক সদিচ্ছা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেল। লক্ষণীয়, সিপিএম, সিপিআই-এর মতো স্বঘোষিত মার্কসবাদীরাও এই সরকারি ছলচাতুরিকে কার্যকর করতেই কংগ্রেস মন্ত্রীদের সাথে গলা মেলালো এবং শ্রীহাজারেকে আন্দোলন পরিত্যাগ করার জন্য চাপ দিল। সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র পিপলস ডেমোক্রেসি ২৮ আগস্ট লিখল, 'জনলোকপাল বিল এবং অন্যান্য মহল থেকে দেওয়া প্রস্তাবগুলিকে যুক্ত করে একটা নতুন বিল সংসদে আনা হবে। এই নতুন বিলের খসড়া কীভাবে তৈরি হবে, তা সরকারকেই ঠিক করতে হবে এবং এই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে আন্না হাজারের অবশ্যই উচিত অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া।' ২৭ আগস্ট যথারীতি সংসদে সেন্স অব দি হাউস প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। তারপরেই বুর্জোয়া মিডিয়া আওয়াজ তুলল, আর অনশন চালিয়ে যাওয়া শ্রীহাজারের উচিত নয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারের তরফ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব না পাওয়া সত্ত্বেও শ্রীহাজারে এবং তাঁর সমর্থকরাও ২৮ আগস্ট থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়াই সমীচীন মনে করলেন। সংসদের ঐ প্রস্তাবকে অনেকেই অভিনন্দন জানালেন এবং সরকারের দেওয়া-নেওয়ার মনোভাবকে প্রশংসা করলেন। শ্রীহাজারের কতিপয় সাথীও এই প্রস্তাবকে 'জনগণের ইচ্ছার জয়' বলে অভিহিত করলেন। যদিও ঘটনা হল সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তার অজুহাত তুলে সরকার গোটা বিষয়কে আইন ও বিচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির আওতায় ঠেলে দিল এবং বলল, তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এভাবেই সরকার অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে ভবিষ্যতে জনলোকপাল বিল প্রণয়ন করার সমগ্র প্রক্রিয়াটাকেই বানচাল করে দেওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করে রাখল। সরকারের যদি এক বিন্দুও সদিচ্ছা থাকত, তাহলে তারা সরাসরি ঐ দাবিগুলি মেনে নিতে পারত। কিন্তু সে পথে তারা গেল না। কারণ, আজকের যুগে যখন দুর্নীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে, তখন শাসক পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত কংগ্রেস সরকার কখনই চায়নি এমন কোনও আইন প্রণয়ন করতে যা দুর্নীতি ও লুটের পক্ষে বাধা হতে পারে। তারা সবসময়ই কীভাবে গোটা আন্দোলন এবং প্রক্রিয়াটাকে গুলিয়ে দেওয়া যায়, সেই ফন্দি করে গেছে। এবং শেষ পর্যন্ত এটা বলা ভুল হবে না যে, শ্রীহাজারের আন্দোলনের পিছনে শক্তিশালী বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও সরকার কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের প্রভু শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর পরামর্শে গোটা বিষয়টিকে গুলিয়ে দিয়ে নিজের বেরোবার রাস্তা পরিষ্কার করে নিতে পেরেছে।

অনেকেই যাঁরা বিষয়টার গভীরে যাননি এবং মিডিয়া প্রচারের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁরা ধরে নিয়েছেন যেন সরকার জনলোকপাল বিলের দাবি মেনে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। যেহেতু স্ট্যান্ডিং কমিটি সরকারই গঠন করবে এবং তার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত, ফলে তাকে দিয়ে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত করিয়ে নেওয়ার সুযোগ সরকারের থাকছেই। প্রসঙ্গত বলা দরকার, যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে রীতি হল, সরকারের কাছে দাবি পেশ করা এবং তার ভিত্তিতেই সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এই আন্দোলন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সরকার নিজেই দাবিগুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারত। কিন্তু পরিবর্তে কংগ্রেস সরকার সংসদে জনলোকপাল বিল পেশ করার প্রত্যক্ষ দায় এড়াবার জন্য উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সরকার ও আন্দোলনকারীদের মাঝখানে সংসদকে টেনে নিয়ে এল এবং ভাব দেখাল যেন সংসদই গোটা বিষয়টা নির্ধারণ করবে। এই চালাকির দ্বারা সরকার নিজেকে আড়ালে রেখে ভবিষ্যতে ছলচাতুরির সুযোগ খুলে রাখল। সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্না হাজারেরাও সম্প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছেন এবং চেষ্টা করছেন যাতে সাংসদদের উপর চাপ সৃষ্টি করে জনলোকপালের প্রতি বিরুদ্ধতা আটকানো যায়। সরকার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করলে পুনরায় আন্দোলন শুরু করার কথাও তাঁরা বলছেন।

এখন, এই আন্দোলনের দাবিগুলিকে ঘিরে সরকার ছলচাতুরি করার সুযোগ খুলে রাখতে পারল কী করে? আন্দোলনের মধ্যে কী ঘাটতির কারণে এটা সম্ভব হল? শ্রী আন্না হাজারের সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আন্তরিকতা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। একজন গান্ধিবাদী সংস্কারপন্থী নেতা হিসাবে তাঁর দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যা যা করা সম্ভব তিনি তার সবই করেছেন। কিন্তু যেটা বোঝা দরকার তা হল, জনগণকে যুক্ত করে একটা সুসংগঠিত, সুসংবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার যে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষিত পদ্ধতি, তা এই আন্দোলনে অনুসরণ করা হয়নি। একেবারে নিচুস্তর থেকে জনগণের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গণকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা, আন্দোলন যত দীর্ঘই হোক, দাবি না মেটা পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। এগুলো ছাড়া বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জনগণের যে কোনও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হঠাৎ করে যেমন প্রবল তীব্রতায় ফেটে পড়ে, তেমনই তা হঠাৎ স্তিমিতও হয়ে যায়। জনসমর্থনকেও যদি উপরোক্ত উপায়ে সংগঠিত করার আধার না থাকে, তবে তাও অতি দ্রুত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বর্তমানে বুর্জোয়া শাসন জনজীবনে অধিক থেকে অধিকতর তীব্রতায় একের পর এক আক্রমণ যেভাবে চালাচ্ছে, তাকে একমাত্র সুসংগঠিত, শক্তিশালী গণআন্দোলনই আটকাতে পারে, স্বতঃস্ফূর্ত অসংগঠিত আন্দোলন নয়। তদুপরি এই আন্দোলনে পুঁজিবাদবিরোধী অভিমুখ থাকতে হবে, অন্যথায় তা যথার্থ পরিণতি পাবে না। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। একচেটিয়া পুঁজিপতি, বৃহৎ ব্যবসায়ী, ধুরন্ধর রাজনীতিক, অসৎ আমলা ও তাদের দালালদের যোগসাজশের মধ্য দিয়ে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্রমাগত দুর্নীতির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় একমাত্র সচেতন গণআন্দোলনই এই জালিয়াত ও দুর্নীতিবাজদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। কিন্তু আন্না হাজারের আন্দোলনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই ঘৃণ্য মুখটা আড়ালেই থেকে গেল। নানা কেলেঙ্কারীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস ও রাজনীতিকদের দুর্নীতির যে চেহারা উন্মোচিত হল, তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনগণকে এ সত্য বোঝানো হল না যে, ব্যক্তিগত ভাবে এরা অপরাধী ঠিকই, কিন্তু এই অপরাধের শিকড় রয়েছে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে। ফলে, দুর্নীতিকে সমাজ থেকে নির্মূল করার প্রশ্নটা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার সঙ্গেই যে জড়িয়ে রয়েছে, এই মূল সত্যটা আন্দোলনের সামনে এল না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা ওঠে, তাহলে প্রত্যাশিত লাইনে এই আন্দোলন গড়ে উঠল না কেন? এর উত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য কিছু নয়। অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে ১৯৭০-এর দশকে এ দেশে এইরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী শোষণের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দলে দলে মানুষ সেদিন প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে প্রতিকার দাবি করেছিল। সে সময় আরেকজন প্রখ্যাত গান্ধিবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। জেপি আন্দোলন নামে পরিচিত ঐ ঐতিহাসিক আন্দোলন সেদিন ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সেদিনও সিপিএম-সিপিআই-এর মতো মেকি মার্কসবাদী দলগুলি ঐ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি আঁতাতে আবদ্ধ ছিল সিপিআই। আর দক্ষিণপন্থীরা আছে এই ধুয়া তুলে আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এ যুগের অন্যতম অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলেন, কোনও একটা আন্দোলনের দাবিগুলি যদি ন্যায়সঙ্গত হয় এবং সাধারণ মেহনতি জনগণ যদি সেই আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যায় সামিল থাকে, তবে সেই আন্দোলনকে যথার্থ বাম গণতান্ত্রিক অভিমুখে পরিচালিত করার জন্য এবং দক্ষিণপন্থীদের কব্জা থেকে আন্দোলনকে মুক্ত করার জন্য যথার্থ বিপ্লবীদের অবশ্যই সেই আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। এই শিক্ষার ভিত্তিতে সেই সময় আমাদের দল, যতটুকু শক্তি ছিল তা নিয়েই ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল যাতে ঐ আন্দোলনকে বামপন্থী অভিমুখ দেওয়া যায়। কিন্তু প্রবল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জেপি আন্দোলনকে বামপন্থী লাইনে প্রবাহিত করা যায়নি। যার ফলে দক্ষিণপন্থী শক্তিরাই আন্দোলনের সমস্ত সুফল আত্মসাৎ করে এবং ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় যায়।

জেপি আন্দোলন সেই সময় হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু শ্রী আন্না হাজারের আন্দোলন দক্ষিণের রাজ্যগুলি সহ প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এর বিরাট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সিপিএম, সিপিআই-এর মতো স্বঘোষিত মার্কসবাদীরা ইতিপূর্বে উল্লেখিত কারণ দেখিয়ে এই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই আন্দোলনকে বামপন্থী অভিমুখ দিতে পারার মতো সাংগঠনিক শক্তি আমাদের নেই। এ কথা সত্য যে, দুর্নীতি রোধ করার জন্য জনলোকপালের দাবিতে এরকম একটা বিশাল আন্দোলনের চাপে সরকারকে মাথা নত করতে হয়েছে এবং কিছু প্রতিশ্রুতিও দিতে হয়েছে। যদিও এই আন্দোলন যতটা দাবি আদায় করার মতো শক্তি নিয়ে গড়ে উঠেছিল, ততটা দাবি আদায় হয়নি। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এমনকী একটা উপযুক্ত আইনও যদি সংসদে পাশ করানো হয়, তাহলেও সেটা বাস্তবে কখনই কার্যকরী হবে না, যদি সংগঠিত গণআন্দোলনের নিরন্তর চাপ ও সজাগ দৃষ্টি না থাকে। সরকার যদি মনে করে ছলচাতুরির দ্বারা সে পার পেয়ে যাবে, তবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। পুঁজিবাদী শোষণে জনগণ আজ এতটাই নিষ্পেষিত যে আজ না হয় কাল সে আবার মাথা তুলবে। সমস্ত রকম অন্যায় অবিচার বঞ্চনা প্রতারণার বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যেভাবে এবার লোকপাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ল, তাতে ভবিষ্যতে এরকম আন্দোলন আবার ফেটে পড়বে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু প্রয়োজন হল এই আন্দোলনগুলিকে উন্নত নীতিনৈতিকতার আধারে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে পরিণত করা। সে জন্য সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে শ্রমিক চাষি ও অন্যান্য অংশের মেহনতি জনগণকে যুক্ত করে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ গণসংগ্রাম কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা দরকার। কারণ, পুঁজিবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আজ কোনও আন্দোলনই যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে পৌঁছতে পারে না। জনলোকপাল আন্দোলন থেকে এই শিক্ষাই দেশের প্রকৃত বিপ্লবী দল, বামপন্থী শক্তিগুলি ও জনগণকে গ্রহণ করে আগামী দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের উপযুক্ত করতে হবে।

মালিকী জুলুমের বিরুদ্ধে মারুতির শ্রমিকদের লড়াই এক মাইলফলক

হরিয়ানার মানেসারের মারুতি-সুজুকি কারখানা গত আগস্ট থেকে সংবাদের শিরোনামে। মালিকের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সেখানে গত ২৯ আগস্ট থেকে টানা ৩৩ দিন ধর্মঘট চালায়। দাবি ছিল ছাঁটাই এবং সাসপেন্ড হওয়া ৬০ জন সহকর্মীকে পুনরায় কাজে বহাল করতে হবে এবং শ্রমিকদের নিজেদের পছন্দমতো ইউনিয়ন গড়তে দিতে হবে। হরিয়ানা সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের আলোচনার পর ১ অক্টোবর কারখানা খুললে দেখা যায়, মালিক নির্লজ্জভাবে চুক্তি খেলাপ করছে। প্রতিবাদে ৭ অক্টোবর আবারও ধর্মঘট শুরু করতে বাধ্য হয় শ্রমিকরা। মানেসারের অন্য আরও ৯টি কারখানার শ্রমিকরা মারুতি-সুজুকির শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। হরিয়ানার পুলিশ-প্রশাসনের মদতে কারখানা কর্তৃপক্ষ নানাভাবে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করছে। কিন্তু শ্রমিকরা এখনও আন্দোলনে অনড়।

হরিয়ানায় শ্রমিক বিক্ষোভ নতুন ঘটনা নয়। ২০০৫ সালে সেখানকার হোন্ডা কোম্পানির আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের ঘটনার কথা অনেকেরই হয়ত মনে আছে। পরের বছর হিরো হন্ডার ৩ হাজার শ্রমিক ৫ দিন ধরে কারখানা দখল করে রেখেছিল। হরিয়ানার রিকো অটো কারখানার শ্রমিকরা ২০০৯ সালে ৪৩ দিন ধর্মঘট চালিয়েছিল। কিন্তু মারুতি-সুজুকি কারখানার সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলন এবার প্রকাশ্যে নিয়ে এল মালিকের চূড়ান্ত অত্যাচারে সেখানকার শ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থা এবং সে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের প্রশ্রয়ে মালিকদের চরম ঔদ্ধত্যের ভয়ঙ্কর চেহারাটি।

ছাঁটাই ও সাসপেনশনের কবলে পড়া ৬০ জনেরও বেশি সহকর্মীকে পুনরায় কাজে বহাল করা এবং কারখানায় নিজেদের পছন্দমতো ইউনিয়ন গঠনের দাবিতে টানা ৩৩ দিন ধরে মারুতি-সুজুকির শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়েছে, শুধু এ তথ্য দিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি যথাযথ বোঝা যাবে না। ভারতের এই বৃহত্তম অটোমোবাইল কারখানার শ্রমিকরা কী অসহনীয় পরিবেশে প্রায় ক্রীতদাসের মতো কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, তা বুঝতে গেলে তাদের একটি দিনের কাজের হিসাবে চোখ দেওয়াই যথেষ্ট। এদের প্রতিদিন ভোর ছ'টার মধ্যে কারখানায় হাজিরা দিতে হয়। এক মিনিট দেরি হওয়ার অর্থ বেতন কাটা যাওয়া। ঠিক সাড়ে ছ'টায় সুপারভাইজার শ্রমিকদের তাদের আগের দিনের কাজের রিপোর্ট বুঝিয়ে দেয়। মূল কাজ শুরু হয় ৭টায়। কাজ চলে টানা আট ঘন্টা ধরে। মাঝে সকালে ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য এবং দুপুরে ঠিক আধ ঘন্টার জন্য একটি বিরতি। দুপুরের বিরতির সময়টুকুর মধ্যেই প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ক্যান্টিনে যাওয়া, সেখানে লাইনে দাঁড়ানো, খাওয়া এবং ফিরে আসার কাজ সারতে হয়। এক মিনিট দেরি হয়ে গেলে ঐ দিনের মজুরির প্রায় অর্ধেক কাটা যাবে। শুধু তাই নয়, বিরতির ঐ সামান্য সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়ে শ্রমিকদের জল খাওয়া কিংবা শৌচাগারে যাওয়া নিষিদ্ধ। এর উপর আছে হয় কথায় নয় কথায় মজুরি ছাঁটাই। মারুতি-সুজুকি কারখানার শ্রমিকদের বেতন হারটি মালিক তৈরি করেছে যতটা না তাদের বেতন দিতে, তার চেয়ে বেশি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে। সম্প্রতি এদের অবস্থা সম্পর্কে দুই গবেষকের একটি রিপোর্ট সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। রিপোর্টটিতে বেতন হার সম্পর্কে নিচের তালিকাটি লক্ষণীয় —

	স্থায়ী	ট্রেনি	চুক্তিভিত্তিক	অ্যাপ্রেন্টিস
শ্রমিক সংখ্যা	৯৭০	৪০০-৫০০	১১০০	২০০-৩০০
মাসিক মজুরি (টাকায়)	৮০০০+ ৮০০০(অ)	৬৫০০+ ২২৫০(অ)	দৈনিক ২৩৫+ ৭৫(অ)	৩০০০+ ১০০০(অ)

স্থায়ী শ্রমিকরা মোট মজুরির মধ্যে ৮ হাজার টাকা প্রতি মাসে নিশ্চিতভাবে পাবেন, বাকি ৮ হাজার টাকা পাবেন কি না, কিংবা পেলেও কতটা পাবেন, তা অনিশ্চিত। তালিকায় ঐ অংশটির পাশে ব্র্যাকেটে 'অ' লেখা হয়েছে। মজুরির এই অনিশ্চিত অংশটি নির্ভর করে ঐ শ্রমিক কতদিন অনুপস্থিত থাকছে তার উপর। একদিন কামাই হলে কাটা যাবে ১৫০০ টাকা। ফলে একজন স্থায়ী শ্রমিক যদি মাসে ৫ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়, তাহলেই তার মজুরি দাঁড়িয়ে যায় মাসিক মাত্র ৮ হাজার টাকা। একই নিয়ম ট্রেনি, চুক্তিশ্রমিক এবং অ্যাপ্রেন্টিসদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই কারখানায় কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য কোনওরকম অসুস্থতাজনিত ছুটি বা ক্যাজুয়াল লিভের ব্যবস্থাটুকুও রাখেনি। এরই সাথে অস্থায়ী শ্রমিকদের সামান্য মজুরি দিয়ে স্থায়ী কর্মীদের কাজ করিয়ে নেয় মালিক। ঐ রিপোর্টে আরও দেখানো হয়েছে যে, মারুতি-সুজুকির একজন সিনিয়র স্থায়ী শ্রমিকের বেতন ২০০৭ সালের তুলনায় ২০১১-তে বেড়েছে মাত্র ৫.৫ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধির হারের সঙ্গে মেলালে দেখা যায় যে, এদের প্রকৃত মজুরি বাস্তবে বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে কমে গেছে। অথচ কোম্পানি মালিকের মুনাফা ঐ একই সময়ের মধ্যে বেড়েছে ৪১৯ শতাংশ।

বছরের পর বছর ধরে এভাবেই চূড়ান্ত শ্রমিক শোষণ চালিয়ে আসছে ভারতীয় মারুতি উদ্যোগ ও জাপানি সুজুকি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে তৈরি মারুতি-সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড। শ্রমিকদের নিজস্ব কোনও ইউনিয়ন গড়ার অনুমতি পর্যন্ত দিচ্ছে না মালিকপক্ষ। শ্রমিকদের তারা মালিকের দালাল সংগঠন 'মারুতি উদ্যোগ কামগর ইউনিয়নে'র সদস্য করে রাখতে চায়। এতে রাজি নয় শ্রমিকরা। তারা গত বছরের ডিসেম্বর থেকেই নিজস্ব একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে থাকে। গত জুন মাসে তারা 'মারুতি সুজুকি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' (এম এস ই ইউ) নামে একটি পৃথক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য নিয়মমাফিক আবেদন করে। তাদের এই প্রচেষ্টায় ক্ষিপ্ত মালিক আবেদন মঞ্জুর করা দূরে থাক, ১১ জন শ্রমিককে সাসপেন্ড করে দেয় এবং তাদের দিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়। প্রতিবাদে শ্রমিকরা ১৩ দিন ধরে কারখানার ভিতরে ধরনা চালায়। ইতিমধ্যে কারখানা মালিকের যোগসাজশে হরিয়ানার কংগ্রেস সরকারের শ্রম দপ্তর নানা অজুহাত দেখিয়ে এম এস ই ইউ সংগঠনটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদনটি বাতিল করে দেয়। ফলে জমে থাকা ক্ষোভ বুকে চেপেই মালিকের অন্যায় জুলুম সহ্য করে কাজ করতে থাকে শ্রমিকরা। এই পরিস্থিতিতে ২৮ আগস্ট কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের উপর নতুন আঘাত হানে। ঐ দিন মানেসারের কারখানার ভিতরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করে কোম্পানি মালিক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে উৎপাদনে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ তোলে এবং তাদের বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। যদিও সাংবাদিকদের তারা এই অন্তর্ঘাতের কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখাতে পারেনি। এই ঘটনার পরে পরেই ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা শ্রমিকদের একটি 'গুড কনডাক্ট বন্ড' নামক দাসখতে সই করার হুকুম দেয় কর্তৃপক্ষ। এতে সই করার অর্থ, মালিকের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে কোনও রকম প্রতিবাদ না করার শর্ত মেনে নেওয়া। স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিকরা। তারা লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হয়। দাবি তুলতে থাকে সমস্ত শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং নিজস্ব ইউনিয়ন গড়তে দিতে হবে। সমর্থনে এগিয়ে আসে ঐ এলাকার অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরাও।

অবশেষে ৩৩দিন ধর্মঘট চলার পর ১ অক্টোবর হরিয়ানা সরকারের উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মালিকদের আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হয়, গুড কন্ডাক্ট বন্ডে শ্রমিকরা সই করবে এবং বিনিময়ে সমস্ত শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু কাজে যোগ দিতে গিয়ে শ্রমিকরা দেখে কর্তৃপক্ষ চুক্তি অস্বীকার করে তাদের কাজে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা আবার ধর্মঘটে সামিল হয়েছে, ধর্মঘট এখনও চলছে। মালিকের এই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছে এস ইউ সি আই (সি)। সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন এ আই ইউ টি ইউ সি সহ দেশের অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলিও এর তীব্র বিরোধিতা করে মারুতি-সুজুকির সংগ্রামী শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছে।

এভাবেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের এই দেশে অবাধে লুণ্ঠিত হচ্ছে পছন্দের ইউনিয়ন গঠন সহ শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি। জল খাওয়া এবং শৌচাগারে যাওয়ার মতো ন্যূনতম জৈবিক অধিকারগুলি পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মতো নিংড়ে নিয়ে দেদার মুনাফা লুটছে নরপিশাচ মালিকরা। সরকার নির্বিকার শুধু নয়, নানাভাবে এই অত্যাচারী মালিকদেরই তারা মদত দিয়ে যাচ্ছে। বহুজাতিক সুজুকি মোটর কর্পোরেশনের কর্তা ওসামু সুজুকি মানেসারে তার কারখানাটি পরিদর্শন করতে এসে শ্রমিকদের শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, শ্রমিকদের বিশৃঙ্খলা তাঁর স্বদেশ জাপানেও সহ্য করা হয় না, এখানেও হবে না। অর্থাৎ, তাঁর মতে, মালিক যত খুশি অত্যাচারের রোলার চালিয়ে যাক, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারবে না শ্রমিকরা। করলেই তা হবে বিশৃঙ্খলা। অথচ মানেসারের মারুতি-সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেডের এই তথাকথিত বিশৃঙ্খল শ্রমিকরাই কিন্তু এই কারখানাটিকে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ঐ বহুজাতিক কোম্পানির কারখানাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল এবং সবচেয়ে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছে। অথচ সেই শ্রমিকদের উপরেই ক্রমাগত বাড়তি কাজের বোঝা চাপাতে ও তাদের সমস্ত অধিকারগুলি কেড়ে নিতে দ্বিধা করছে না মালিক। নিদারুণ ঔদ্ধত্যে সমঝোতা চুক্তির খেলাপ করছে।

হরিয়ানার মারুতি-সুজুকি কারখানায় শ্রমিকশোষণের ছবিটা একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। দেশের সকল কারখানাতেই আজ কমবেশি একই নির্মম শোষণ জুলুম চলছে শ্রমিকদের উপর। নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতির কল্যাণে মালিকশ্রেণী আজ যথেচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী, শ্রমিকদের সংগঠিত প্রতিবাদ করার অধিকারটুকুও নেই। এর বিরুদ্ধে মারুতি-সুজুকির শ্রমিকদের লড়াই একটি মাইলফলক হিসাবে গণ্য হবে।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের পাশে হরিয়ানা এ আই ইউ টি ইউ সি

এ আই ইউ টি ইউ সি-র হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান জানিয়েছেন, গুরগাঁও-এর মানেসরে মারুতি-সুজুকি কোম্পানি চুক্তিভঙ্গ করে শ্রমিকদের ছাঁটাই করছে এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর ভাড়াটে সশস্ত্র গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিচ্ছে। শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার পদদলিত করার এই স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়ে পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াবার নাম করে হরিয়ানা সরকার কার্যত মালিকদেরই সেবা করে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি শ্রমিকদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানানোর সাথে সাথে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

অ্যাবেকার বিক্ষোভ

একের পাতার পর

বাড়িয়ে আর উপায় নেই। অ্যাবেকা দৃঢ়ভাবে মনে করে, ক্যাপটিভ কয়লাখনির উচ্চমানের কয়লা বিক্রি করে দেওয়া নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলে এবং রাজ্যের শাসকদল (যারা কেন্দ্র সরকারেরও শরিক) কেন্দ্রের পরিচালনাধীন ইসিএল যাতে কয়লার দাম না বাড়ায় তার জন্য কেন্দ্র সরকারের উপর কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করলে জনসাধারণের উপর লোডশেডিং ও মাশুলবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন তো হয়ই না বরঞ্চ মাশুল কমানো সম্ভব।

এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী, কলকাতা জেলা সম্পাদক সত্যেন ভট্টাচার্য, অনুকূল ভদ্র প্রমুখ।

হালিসহরে শিক্ষা সেমিনার

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, মাধ্যমিক পরীক্ষা ঐচ্ছিক করা, যৌনশিক্ষা চালু করা, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯-র বিরুদ্ধে ২০ সেপ্টেম্বর হালিসহর হাইস্কুলে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক ডঃ প্রদীপ দাস, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষে কালীপদ দেবনাথ, ছাত্র প্রতিনিধি অভিষেক দেবনাথ এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অমল চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়। বক্তারা বলেন, সরকারের ঘোষিত নীতিগুলির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গঠন করে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। তা না হলে প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়ায় যেমন বহু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবলুপ্তির সাথে সাথে অসংখ্য বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গড়ে উঠেছিল, এই নীতি প্রযুক্ত হলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও তাই হবে।

গণবিক্ষোভে নতুন মাত্রা

একের পাতার পর

জনগণ হল গৃহহারা। তাই আজ ওয়াল স্ট্রিট দাবি তুলেছে, জনগণকে রক্ষা করো, কর্পোরেট হাঙরদের নয়। এই কর্পোরেট হাঙরদের বাস ওয়াল স্ট্রিটে গিয়ে মানুষ বলছে, এদের বাঁচাতে সরকার লক্ষ কোটি ডলার দিচ্ছে আর আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমাচ্ছে। ধনীদের ধন বাড়ছে আর জনগণ ভিখারি হচ্ছে। চাকরির দাবিতে হন্যে হয়ে ঘুরেও চাকরি মিলছে না বেকার মার্কিন যুবকদের। বেকারির হার ১৯২৯-এর মহামন্দার সময়কেও ছাপিয়ে গেছে। সরকারি ঋণ কমাতে ধনী ও কর্পোরেট পুঁজির উপর কর বসানোর রাস্তায় যেতে রাজি নয় সরকার। সে জন্য সরকারি ব্যয় ছাঁটাই করা হচ্ছে জনকল্যাণমূলক খাতে। ক্লিন্টনের জায়গায় বুশ, তার জায়গায় কৃষ্ণাঙ্গ ওবামা, আবারও সামনে আরেকটা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আবারও অবস্থার পরিবর্তনের ঢক্কানিনাদ। কিন্তু জনজীবনে পরিবর্তন হচ্ছে না কিছুরই, বরং অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। কিন্তু কেন? এই জিজ্ঞাসা থেকেই আমেরিকার সাধারণ মানুষও আজ প্রশ্ন তুলছে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আওয়াজ উঠছে — আমাদের দুর্দশার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই দায়ী, ধ্বংস করো তাকে। বিপ্লব চাই, বিপ্লব দরকার — এমন পোস্টারও চোখে পড়ছে গণজমায়েতে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ওয়াল স্ট্রিটে ওঠা এই ধ্বনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিক্ষোভগুলোতেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আমাদের ভারতের অবস্থাও আলাদা কিছু নয়। ভারতীয় অর্থনীতিও দাঁড়িয়ে আছে ব্যাপক ঋণের উপর। ঋণের দায়ে চাষির আত্মহত্যা এ দেশে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কল-কারখানা বন্ধ। শ্রমিকরা ধুঁকছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে খুঁজে নিচ্ছে যে কোনও উপায়ে একটু আয়ের পথ। হাজার হাজার নারী অভাবের তাড়নায় পাচার হয়ে যাচ্ছে। কাজের আশায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে মানুষ ছুটছে শহরে। শিক্ষা স্বাস্থ্য মানুষের নাগালের বাইরে যাচ্ছে। আর মিডিয়া প্রচার করছে আন্দোলন করে কিছু হবে না। আন্দোলন মানে বিশৃঙ্খলা, আন্দোলন মানে অশান্তি। মিছিল করতে হবে রাস্তার ধার দিয়ে। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধিতে যতই জেরবার হও, অবরোধ করা চলবে না। বনধ নাকি কর্মনাশা। মিডিয়া মানুষকে জ্ঞান দেয়, ঐ আমেরিকা ইউরোপকে দেখো। ওদের ওখানে কীরকম পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে আর মানুষ উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির মুখোশ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে ওয়াল স্ট্রিটের এই আন্দোলন।

ওয়াল স্ট্রিটের আন্দোলন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। কিন্তু বিকল্প যে সমাজতন্ত্র, এই সুনির্দিষ্ট চিন্তা আজও হয়ত আসেনি, কিন্তু তা আসতে বাধ্য। এইখানেই সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা। যথার্থ মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিপ্লবী দলের প্রয়োজনীয়তা। আমরা আশা করব, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আমেরিকা ইউরোপ সহ গোটা বিশ্বের যথার্থ কমিউনিস্টরা এই গণবিক্ষোভের তাৎপর্য উপলব্ধি করে নিজেদের কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসবেন।

শহিদ ক্ষুদিরাম মার্কেট ও ক্ষুদিরামের আবক্ষ মূর্তি উদ্বোধন

২৬ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া জেলার ১নং ব্লকের জগদল্লা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের জন্ম দিবসে ধলডাঙ্গা মোড়ে শহিদ ক্ষুদিরামের নামাঙ্কিত ৩০টি স্টলবিশিষ্ট একটি সবজি মার্কেট এবং তাঁর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। মার্কেটের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। সভায় সভাপতিত্ব করেন জগদল্লা অঞ্চলের প্রধান কমরেড কৃষ্ণা সীট। বহু বিশিষ্ট মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এই পঞ্চায়েতটি এস ইউ সি আই (সি) এবং টি এম সি-র যৌথ পরিচালনাধীন।

শারীরশিক্ষার শিক্ষকদের রাজ্য সমাবেশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ, সর্বশিক্ষা অভিযানে সর্বভারতীয় স্তরে ঘোষিত ৩,১০,০০০ শারীর শিক্ষক পদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩০,০০০ হাজার পদে নিয়োগ এবং সরকারি সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে অবিলম্বে গর্ভনমেন্ট অর্ডার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তরগুলিতে প্রকাশের দাবিতে অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল এডুকেশন ট্রেন্ড অ্যান্ড ট্রেনিজ অ্যাসোসিয়েশন-এর রাজ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ২৩ সেপ্টেম্বর মেট্রো চ্যানেলে। পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলা থেকে আসা প্রায় ৪০০০ শারীরশিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাজা বৈদ্য এবং রাজ্য সম্পাদক সুকমল রায় ছাড়াও বিভিন্ন জেলার নেতারা বক্তব্য রাখেন।

প্রীতিলতা শহিদ দিবস পালিত

২৪ সেপ্টেম্বর শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৮০তম আত্মবলিদান দিবসে তমলুক, ঘাটাল, কাঁথি, এগরা, ভগবানপুর, মহিষাদল, ময়না, হলদিয়া, ভোগপুর, নোনাকুড়ি, রামতারক, পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, নন্দীগ্রাম ও মেচেদায় বেদিস্থাপন ও ব্যাজ পরিধান হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস লেখা রায়, অসীমা পাহাড়ী, অনিতা মাইতি, শ্রীরেখা সামন্ত, পুতুল মাইতি, আভা মাহাপাত্র, শ্রাবণী পাহাড়ী প্রমুখ। এম এস এস-এর ফলতা শাখার উদ্যোগে দলুইপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন হরিমতি জানা। প্রীতিলতার জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির দুই সদস্যা কমরেডস স্বপ্না দাশগুপ্ত ও অনিতা সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠান শেষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিবাদে ডি এস ও

অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই ১৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর নামে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পূর্বেই ঘোষণা করেছিল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কুড়ি সদস্যের কমিটি তৈরি করে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে — দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া হবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা ঐচ্ছিক করে দেওয়া হবে। আমরা অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র পক্ষ থেকে এই পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা মনে করি এই সিদ্ধান্ত সকলের জন্য শিক্ষার নামে শিক্ষা ধ্বংস করারই চক্রান্ত। এ রাজ্যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের তীব্র প্রতিবাদী মানসিকতার চাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত আজও কার্যকরী হয়নি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া ও মাধ্যমিক পরীক্ষা ঐচ্ছিক করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রক। আমরা রাজ্য সরকারের এই অবস্থানকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করব, কেন্দ্রীয় সরকারের এই শিক্ষাস্বার্থ ও জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার তাদের বর্তমান অবস্থানে শেষ পর্যন্ত অটল থাকবে এবং পূর্বতন সিপিএম সরকারের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে প্রথম শ্রেণী থেকে পাশফেল চালু করবে।

এমতাবস্থায় আমরা মনে করি, দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া ও মাধ্যমিক ঐচ্ছিক করে দেওয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনই একে আটকাতে পারে। আমরা সমস্ত স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাই।

হোসিয়ারি শিল্পে বোনাস আদায়

সরকার নির্ধারিত হারে বোনাস প্রদান, ২০১০ সালের মে মাসের চুক্তি অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হোসিয়ারি শ্রমিকরা পুজোর আগে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ঐ আন্দোলনের চাপে তমলুকের সহ শ্রম কমিশনার ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর মালিক অ্যাসোসিয়েশন ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে জরুরি আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। ঐ আলোচনায় ঠিক হয় শিল্পের সাথে যুক্ত বড় মেসিনের শ্রমিকরা মাসিক ২৭৫ টাকা হারে বছরে ৩,৩০০ টাকা এবং ছোট মেসিনের শ্রমিকরা ২৩০ টাকা রেটে বছরে ২,৭৬০ টাকা পূজোর আগেই বোনাস পাবেন। মালিকরা ১ ও ২ অক্টোবর ঐ টাকা শ্রমিকদের দিয়ে দেবেন। ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা ও যুগ্ম সম্পাদক নেপাল বাগ, তাপস মান্না জানান, কিছু কারখানার মেকার মালিকরা ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোনাস দিলেও অনেক মেকার মালিক শ্রমিকদের ঐভাবে বোনাস দেননি। অবিলম্বে ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার দাবিতে ৯ অক্টোবর দেউলিয়া হীরারাম উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রমিকদের এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দীপক দেব, জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা প্রমুখ।

নদীয়ায় পুলিশের গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

৭ অক্টোবর রাতে নদীয়ার হাঁসখালি থানার বগুলায় দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় পুলিশ গুলি চালালে একজন মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার নামে পুলিশের গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নদীয়া জেলা কমিটি ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং নিহত ও আহতদের পরিবারের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

ফুলচাষিদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

হাওড়া

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ ও বন্যাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ৭ নম্বর মেদিনীপুর খালের পূর্ণ সংস্কার, বাগনানে গড়ে ওঠা ফুলবাজার ও বহুমুখী হিমঘরের কাজ দ্রুত শেষ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে প্রায় দুই শতাধিক ফুলচাষি ২১ সেপ্টেম্বর বাগনান-২ নং ব্লকের বি ডি ও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কৃষি দপ্তরের সহ অধিকর্তার কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ৮ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়েক, হাওড়া জেলা সম্পাদক শ্রীমন্ত ধাড়া, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের হাওড়া জেলার পক্ষে নিখিলরঞ্জন বেরা প্রমুখ।

পূর্ব মেদিনীপুর

ফুলবাজারগুলির নানা অব্যবস্থা দূরীকরণ, জেলায় সরকারি উদ্যোগে ফুল সংরক্ষণের হিমঘর, ফুল থেকে উপজাত সামগ্রী তৈরির কারখানা নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে কৃষি বিপণন মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মন্ত্রী ছাড়াও তমলুকের সাংসদ, দপ্তরের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার, তমলুক নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সভাপতিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মন্ত্রী ও সাংসদ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন নারায়ণচন্দ্র নায়ক ও নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল।

ক্যানিংয়ে জনসভা

২৭ সেপ্টেম্বর ক্যানিংয়ের আমতলা হাইস্কুল মাঠে দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে ও স্থানীয় উন্নয়নের দাবিতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। চার সহস্রাধিক মানুষের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড ওয়াজেদ গাজী। প্রধান বক্তা ছিলেন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেডস বাদল সরদার ও ইয়াহিয়া আখন্দ।

ডাক্তারদের জরিমানার প্রস্তাবের প্রতিবাদ

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস জানান, কাজ না করলে বা গাফিলতি করলে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট আইন সার্ভিস রুলসেই রয়েছে। এতদিন তা দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আজ সেই নিয়ম নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ না করে, ডাক্তারদের জরিমানা করার চটকদারি ঘোষণা ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটাতে পারে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং সমস্ত শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ।

বেতন থেকে ছাত্রবৃত্তি প্রদান

বিরল নজির গড়লেন এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

ওদের স্বপ্নের মুকুলগুলি অকালেই ঝরে যেতে বসেছিল। যেমন আরও শত শত লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ঝরে চলেছে প্রতিনিয়ত। ওরা কেউ অসিত মণ্ডল, কেউ নার্গিস শেখ, কেউ নীলাদ্রি মণ্ডল বা উত্তম বারিক। কারও বাড়ি ক্যানিং, কারও গোসাবা, কারও জয়নগরের বা কুলতলির প্রত্যন্ত গ্রামে। তাদের মুখে হাসি ফুটেছে ডাঃ তরুণ মণ্ডলের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। ডাঃ মণ্ডল জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। তাঁর বর্ধিত বেতন থেকে সংসদ এলাকার ৯টি ব্লকের ৩৬ জন ছাত্রছাত্রীকে এ বছর বৃত্তি দিচ্ছেন। সাংসদদের অস্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংসদে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু একা দাঁড়িয়ে এই বেতন-বৃদ্ধি আটকাতে পারেননি। ঘোষণা করেছিলেন, এই বর্ধিত বেতন থেকে ৩০ হাজার টাকা দুঃস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য এবং ৩০,৬০০ টাকা নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেবেন।

তাঁর সেই পরিকল্পনাই সম্প্রতি বাস্তবায়িত হল। সার্ধশত জন্মবর্ষে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে ৭০০ টাকা করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বৃত্তি এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে রবীন্দ্র বৃত্তির জন্য এ বছর ৬৬১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসে ছিল।

জয়নগর, কুলতলি, মগরাহাট এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হয় ২৫ সেপ্টেম্বর জয়নগর-মজিলপুরের আমন্ত্রণ হলে। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন সুরঞ্জনা চক্রবর্তী। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জয়নগরের বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, জয়নগরের বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ রামপ্রসাদ মণ্ডল, কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার। সভাপতিত্ব করেন পৌরসভার চেয়ারপার্সন ফরিদা বেগম সেখ। সুরঞ্জনা চক্রবর্তী বলেন, সাংসদের বহু কাজেই বিশিষ্টতা দেখতে পাই। তাই আমন্ত্রণ পেয়েই আসতে রাজি হই। যখন চারিদিকে মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি-দের ব্যক্তিস্বার্থে চলতে দেখছি, দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য-শিক্ষার টাকা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে তখন নিজের বেতন থেকে গরিব ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া একটা নজির সৃষ্টিকারী কাজ। অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, কিছুদিন আগেও আমরা জানতাম না স্বাস্থ্যমেলা কী। সেখানে গরিব মানুষকে কীভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া যায় তা এই সাংসদ দেখিয়ে দিয়েছেন। মগরাহাট পরীক্ষা পরিচালন কমিটির সম্পাদক সুনীল ঘোষ বলেন, আমরা বহু বড় মানুষের বড় কাজের কথা শুনেছি। কিন্তু তরুণবাবুর এই কাজটা কম বড় কাজ নয়।

ক্যানিং ব্লকের ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠিত হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ক্যানিং সেন্ট গ্যাব্রিয়াল স্কুলে। এই উপলক্ষে সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, মহকুমাশাসক শেখর সেন, প্রধান শিক্ষক নির্মলচন্দ্র সাঁতরা ও ফিলিপ হালদার ও অন্যান্য শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বৃত্তি তুলে দেওয়া হয়। মীরাতুন নাহার বলেন, ডাঃ মণ্ডল সাংসদ হওয়ায় অসংখ্য মানুষ তাঁর সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে ভেবে দুঃখ পেয়েছিলাম। আজ আমার সেই দুঃখ ঘুচে গেল। শেখর সেন বলেন, তরুণবাবুর বৃত্তি দেওয়ার কথা শুনেই মনে হয়েছিল, আমি যদি এমন পারতাম। তিনি দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। গোসাবা পরীক্ষা পরিচালন কমিটির সদস্য, প্রাক্তন শিক্ষক সঞ্জয় মণ্ডল বলেন, আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে দু'জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে, তাদের একজনের বাবা পঙ্গু, অন্যজনের বাবা সবজি বিক্রেতা। দু'জনেরই মা পরিচারিকার কাজ করেন। ওদের বৃত্তির সংবাদ পেয়ে উত্তেজনায় রাতে ঘুমাতে পারিনি। এই সহায়তা ছাড়া ওদের শিক্ষাজীবন এখানেই শেষ হয়ে যেত।

সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল দু'টি অনুষ্ঠানেই বলেন, আমার কেন্দ্র সুন্দরবন এলাকার মানুষ আয়লায় সর্বস্বান্ত। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। আমরা এদের জন্য কিছু করতে পারছি না। অথচ তথাকথিত বামপন্থীরা সহ সকল সাংসদই তাঁদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিকে সমর্থন করলেন। তিনি বলেন, আমি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের একজন কর্মী। দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এই বেতন-ভাতা বৃদ্ধির বিরোধিতা করেছি। দলের শিক্ষা থেকেই আমার মনে হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে এই টাকা আমার নেওয়া উচিত নয়। যে দু'জন মনীষীর নামে বৃত্তির নামকরণ করা হয়েছে তাঁদের থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তা থেকেই মনে হয়েছে, আমার কেন্দ্রের গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু করা যেতে পারে, দুঃস্থ মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে। তাই এই উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। এই বৃত্তির জন্য পরীক্ষা পরিচালনার কাজে যাঁরা সাহায্য করেছেন, প্রশ্নপত্র তৈরি করে দিয়েছেন, বৃত্তিপ্রাপকদের নির্বাচিত করেছেন, সাংবাদিক বন্ধু যাঁরা সংবাদ পরিবেশন করে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির বিষয়ে অবগত করেছেন এবং যাঁরা এই অনুষ্ঠান সফল করতে সাহায্য করেছেন তাঁরা না হলে এই কাজ এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। তাঁদের তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

জগদল্লায় আঞ্চলিক পার্টি অফিস উদ্বোধন

বাঁকুড়া শহরের পাশে এস ইউ সি আই (সি) -র জগদল্লা লোকাল কমিটির অফিস উদ্বোধন হল ৯ সেপ্টেম্বর মহান নেতা মাও সে তুঙ-এর মৃত্যু দিবসে। এই উপলক্ষে সকালে রাজনৈতিক ক্লাস এবং বিকালে প্রকাশ্য সমাবেশের মাধ্যমে পার্টি অফিস উদ্বোধন হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। বিকালে প্রধান বক্তা ছিলেন তিনিই। সভাপতিত্ব করেন কমরেড রঘুনাথ মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড বিদ্যুৎ সীট ও জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল। কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য পার্টি অফিসের গুরুত্ব, অফিস ফাংশনিং, জনগণের সাথে অফিসের যোগ, পার্টিকর্মী ও নেতাদের আচরণে উন্নত রুচি সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটানো, নতুন করে নেতা-কর্মীদের গড়ে ওঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বালুরঘাটে বিক্ষোভ

ভয়ঙ্কর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সারের কালোবাজারি, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং পাটের লাভজনক দামের দাবিতে ৭ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। চার শতাধিক কর্মী ও সমর্থক শহরে মিছিল করে অতিরিক্ত জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। জেলা সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক সহ পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি পেশ করে। সারের কালোবাজারি রোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। অন্যান্য দাবিগুলি বিবেচনার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবিপত্র পাঠিয়ে দেওয়ার কথা দেন তিনি।

লিটল আন্দামানে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন

তেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে লিটল আন্দামানে মালিকরা বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দেয় কিমি প্রতি ৫২ পয়সার জায়গায় ৯৩ পয়সা। লিটল আন্দামান এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্রে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে পাঠায়। উল্লেখ্য, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় জনবসতি গড়ে ওঠার জন্য সেখানকার নাগরিকরা সরকারবিরোধিতার সাথে ভরসা পান না। সেই অবস্থায় পাঁচ হাজার মানুষের প্রতিবাদকে সংগঠিত করা খুব সহজ কাজ নয়।

সাধারণ মানুষের এই প্রতিবাদের ফলে প্রশাসন ভাড়া কিমি প্রতি ১৩ পয়সা কমাতে বাধ্য হয়। ১০ বছর বয়সের নিচে ছাত্রদের জন্য ফ্রি পাস এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ছাত্রদের ৫০ শতাংশ কনসেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। জনগণ বুঝেছেন, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ করলে সরকারি সিদ্ধান্ত রুখে দেওয়া যায়। প্রসঙ্গত, এই অর্গানাইজেশনের আন্দোলনের চাপে সরকার মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেশন প্রভৃতির দাবিতে প্রচারাভিযান চলছে।

ক্যানিংয়ে এ আই কে কে এম এস-এর সম্মেলন

২৭ সেপ্টেম্বর এ আই কে কে এম এস-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোপালপুর-হাটপুকুরিয়া আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সরদার। সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন কমরেড নির্মল মণ্ডল। কমরেডস প্রদীপ হালদার, বজলুর রহমান আখন্দ, ইয়াদালী জমাদার সহ ১৫ জন প্রতিনিধি সাংগঠনিক রিপোর্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ বক্তব্য রাখেন। কমরেড ফণী মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড নির্মল মণ্ডলকে সম্পাদক করে ২৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

এ আই ডি এস ও-র দিল্লি রাজ্য সম্মেলন

প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর হলে ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল এ আই ডি এস ও-র ষষ্ঠ দিল্লি রাজ্য সম্মেলন। প্রকাশ্য সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ দেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার। তিনি সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও-র লাগাতার আন্দোলনের প্রশংসা করেন।

সরকারি শিক্ষানীতির জনবিরোধী চরিত্র উদ্ঘাটন করে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল, এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী, সহসভাপতি কমরেড জুবের রব্বানি, কমরেড সুব্রত গৌড়ি, দিল্লি রাজ্য সভাপতি কমরেড ভাস্করানন্দ, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি কমরেড ঝর্ণা মালবিয়া প্রমুখ।

প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান, পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ সংকট এবং মুনাফার হার সর্বোচ্চ করতে সরকার সর্বত্র বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের নীতি গ্রহণ করছে। সম্মেলনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন কমরেড প্রশান্ত, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড আসিফ। কমরেড ভাস্করানন্দকে সভাপতি এবং কমরেড প্রশান্ত কুমারকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

২৭-২৯ নভেম্বর, ঢাকা

২০টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

শিক্ষায় ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভে উত্তাল চিলি

৯ আগস্ট শিক্ষায় ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে চিলির সান্তিয়াগোতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের বিশাল বিক্ষোভ হয়। পুলিশি হামলায় আহত হয় বহু ছাত্র।

প্রশান্ত ভূষণের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করল কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ অক্টোবর নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শ্রী প্রশান্ত ভূষণের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)। এই ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করার জন্য পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানিয়েছে এস ইউ সি আই(সি)।

কমরেড প্রভাস ঘোষ আরও বলেছেন, বিরোধীদের ভীতি প্রদর্শন ও তাদের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই আক্রমণ চালানো হয়েছে এবং সমাজে এই প্রবণতা শুধু বাড়ছে তাই নয়, তা অবাধে চলছে। বিভিন্ন ধর্মকে দীর্ঘদিন ধরে তোষণ ও উৎসাহিত করার ফলেই এই ঝোঁকের সৃষ্টি হয়েছে — যা গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাণশক্তি ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাকেই লঘু করে দিচ্ছে। একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্ম সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে অপক্ষপাত আচরণ বজায় রেখে চলে এবং ধর্মকে নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে গণ্য করে। এই নীতি ভঙ্গ করার মাধ্যমে দেশের সব সরকারগুলি এই অন্ধ উন্মত্ততার জন্ম দিয়েছে, যা সমাজের প্রাণশক্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে এবং সমাজপ্রগতিকে রুদ্ধ করছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে জনগণের সচেতন সংগ্রামই এই অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করতে পারে।

আসামে পাটচাষিদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদ জানাল আসাম রাজ্য কমিটি

আসামের দরং জেলার বেচামারিতে পাটের ন্যায্য দামের দাবিতে আন্দোলনরত পাটচাষিদের উপর গুলি চালিয়ে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার ১০ অক্টোবর যেভাবে চারজন চাষিকে হত্যা এবং বহু চাষিকে আহত করেছে তার তীব্র নিন্দা করেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আসাম রাজ্য কমিটি। ১১ অক্টোবর এক বিবৃতিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী বলেন, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে। তিনি বলেন, ঐ দিন জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (জেসিআই) বাজারে আমদানিকৃত পাট সরাসরি চাষির কাছ থেকে না কিনে স্থানীয় ফড়েদের জলের দরে কেনার সুযোগ করে দিয়েছে। ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনরত দরিদ্র চাষিদের বর্বরোচিত হত্যার উচ্চ পর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে কমরেড চৌধুরী দোষী পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং নিহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সুচিকিৎসার দাবি জানিয়েছেন। তিনি লাভজনক দামে চাষির কাছ থেকে সরাসরি পাট কেনার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে জেসিআই-এর কাছে দাবি জানান।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দলের পক্ষ থেকে আসামের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার সাতমাইল এলাকার চাষিরা এই গুলি চালনার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন এবং আসামের সংগ্রামী কৃষকদের প্রতি সংহতি জানান।

জনমুখী বিদ্যুৎনীতির দাবিতে ১ নভেম্বর মহাকরণ অভিযানের ডাক দিল অ্যাবেকা

গত ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সম্মেলনে পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা জোরালো আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ২৪ সেপ্টেম্বর ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেই কয়েক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহকের উপস্থিতিতে সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। কেন্দ্র ও পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের বহুজাতিক সংস্থা ও বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষাকারী নীতির ফলেই পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ মাশুল ফ্রন্টের শাসনকালে প্রায় ২৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জিনিসপত্রের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিতে বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির একটি ভূমিকা আছে। তাই জনস্বার্থে অবিলম্বে বিদ্যুতের দাম কমাবার এবং নতুন বিদ্যুৎ নীতি ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। সংগঠনের পঞ্চদশ সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নতুন বিদ্যুৎ নীতি ঘোষণা না করার ফলেই বিশ্বায়নের অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর প্রয়োগ আজও চলছে এবং তার ফলেই ব্যাপক হারে মাশুলবৃদ্ধি ঘটতে চলেছে। সি ই এস সি-তে ইউনিট প্রতি ৭৯ পয়সা এবং বণ্টন কোম্পানিতে ইউনিট প্রতি ৭৮ পয়সা হারে বৃদ্ধি ঘটবে।

সম্মেলনের অন্যতম বক্তা বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অশোক মিত্র বলেন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের মাশুল বেশি। অন্যান্য রাজ্যে শুধু নয়, পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল এমনকী পিছিয়ে পড়া দেশেও বিদ্যুতে গ্রাহকদের ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনও ভর্তুকি নেই। তিনি বলেন, হয় সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে অথবা মাশুল কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার বলেন, অ্যাবেকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ঘরে, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্রতম ঘরেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হবে। তা করতে হবে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, সমাজ উন্নয়নের প্রয়োজনে অত্যন্ত কম দামে। তিনি বলেন, আমি অ্যাবেকার আন্দোলনের সাথে আছি এবং থাকব। সম্মেলনে অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যে বার্তাটি পাঠান সভায় তা পাঠ করা হয়।

২৫ সেপ্টেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার 'বিশ্বায়নের পরিপূরক ভারতীয় পুঁজিবাদের চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলির সাথে পরামর্শ করে বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করেছে। বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের নীতি কার্যকর করার জন্যই বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ তারা চালু করেছে। এই আইন জনগণের সম্পূর্ণ উন্নয়ন বিরোধী। দুঃখের হলেও এ কথা সত্য যে, এই নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার ফলেই ফ্রন্ট সরকারের শাসনে বিদ্যুতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর প্রায় ২৫ গুণ মাশুল বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, রাজ্যে সরকারের বদল ঘটেছে কিন্তু এখনও কেন্দ্রীয় ও ফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎনীতির পরিবর্তন হয়নি। ফলে এমভিসিএ নামক বেআইনি রেগুলেশন চালু রয়েছে এবং এই রেগুলেশনের মাধ্যমে সিইএসসি ইউনিট প্রতি ৪৬ পয়সা অগ্রিম হিসাবে গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করে চলেছে। বর্তমান সরকার এখনও পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, সিপিএম শাসনের মতোই বিদ্যুতায়নের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। বিগত সরকারের আমলে কয়লা এবং মিটার নিয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে যার ফলে লোডশেডিং এবং মাশুল বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্তমান সরকার সে বিষয়ে তদন্ত করার আশ্বাস দিলেও তা কার্যকর করেনি। বিদ্যুতের দাম সারা ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশি পশ্চিমবঙ্গে, তবুও বর্তমান সরকার মাশুল কমানো এবং ভর্তুকি ঘোষণা না করায় এই সম্মেলন গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে জনসাধারণকে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এই সম্মেলন অবিলম্বে বিদ্যুৎ মাশুল কমানো অথবা পর্যাপ্ত ভর্তুকি দেওয়া এবং লোডশেডিং বন্ধের দাবি জানিয়েছে এবং লোডশেডিং বন্ধ না হলে গ্রাহকদের ঘন্টায় ৫০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তুলেছে। কৃষিতে ৫০ পয়সা, ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যবসা ও গৃহস্থকে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ, মিটার নিয়ে তদন্ত ইত্যাদির দাবিতে এবং জনমুখী বিদ্যুৎনীতি ঘোষণার জন্য রাজ্যব্যাপী জনমত সংগঠিত করে আগামী ১ নভেম্বর মহাকরণ অভিযানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে সম্মেলন থেকে।

প্রতিনিধি সম্মেলনে অন্যান্যদের সঙ্গে বক্তব্য রাখেন ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশান্ত চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, অ্যাবেকার সত্য ও ন্যায়ের লড়াইয়ের সাথে নিজেকে যুক্ত করে আমি গর্বিত। দেড় হাজারের বেশি প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

সম্মেলন থেকে মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বিচারপতি সুশান্ত চ্যাটার্জী, অধ্যাপক সুজয় বসু, অধ্যাপক অশোক মৈত্র, তুষার তালুকদার, অমল দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টামণ্ডলী, সঞ্জিত বিশ্বাসকে সভাপতি এবং প্রদ্যুৎ চৌধুরীকে সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।